Vol. 29 | No. 2 | 1986

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের পটভূমি

Volume	29
Issue	2
Year	1986
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সুকুমার বিশ্বাস
Published online	February 1, 1986
DOI	10.62328/sp.v29i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v29i2.3
Pages	65-124
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের পটভূমি

সুকুমার বিশ্বাস

বাংলা নাটক ও নাট্য-চর্চার উৎস-কেন্দ্র কলকাতা। ইংরেজদের অবসর বিনোদন এবং ব্যবসায়িক কারণে আঠার শতকের মধ্যভাগে কলকাতায় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজদের প্রথম প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয় 'ওল্ড প্লে হাউস' (১৭৫৩)। এরপর ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য রঙ্গালয়-গুলো হলো—'দি নিউ প্লে হাউস বা ক্যালকাটা থিয়েটার' (১৭৭৫), 'মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার' (১৭৮৯), 'হোয়েলার প্লেস থিয়েটার'(১৭৯৭), 'এথেনিয়াম থিয়েটার' (১৮১২), 'চৌরঙ্গী থিয়েটার' (১৮১৩), 'দমদম থিয়েটার' (১৮১৭), 'বৈঠকখানা থিয়েটার' (১৮২৪) এবং 'সাঁসুসি থিয়েটার' (১৮৩৯-৪৯)।[১]

সঙ্গত কারণেই এ-সব মঞ্চে মঞ্চস্থ হতো ইংরেজী নাটক। এ-ছাড়াও 'ডেবিড হেয়ার একাডেমী' (১৮৫১) এবং 'ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে'ও (১৮৫৩) মঞ্চস্থ হতো বিদেশী নাটক।

রুশদেশীয় যুবক গেরাসিম স্তেপানভিচ্ লিয়েবেদেফ্[২] কলকাতার ডোম-তলাতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গলি থিয়েটারে' ১৭৯৫ সনের ২৭শে নভেম্বর ইংরেজী নাটক 'দ্য ডিসগাইজ'-এর বাংলা রূপান্তর মঞ্চস্থ করেন।[৩] তিনি এটি রূপান্তর করেন পণ্ডিত গোলকনাথ দাস-এর সহায়তায়।

কলকাতাকেন্দ্রিক এ-সব নাট্য-চর্চা আঠার ও উনিশ শতকের রঙ্গরস-প্রিয় বাবু-সংস্কৃতির স্থূল রস-চর্চার মাঝে বাঙালী ভাবমানসে পাশ্চাত্য ও আধুনিক জীবন-চেতনা সঞ্চারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে বিদেশীদের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ে নাট্যাভিনয় ও অপেরার অনুকরণে ও অনুসরণে পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে আধুনিক বাংলা নাটক ও নাট্যশালা।

নারকেলডাঙ্গার বাগান বাড়িতে প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু থিয়েটারে' (১৮৩১) 'জুলিয়াস সিজার'-এর অংশ বিশেষ এবং উইলসন অনূদিত ভবভূতির 'উত্তররাম চরিত' মঞ্চস্থ হয়।[৪] একজন বাঙালীর এটিই প্রথম রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা হলেও এই মঞ্চে কোন বাংলা নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে বলে জানা যায়নি।

শ্যাম বাজারে প্রতিষ্ঠিত হলো 'নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালা' (১৮৩৩)। এই মঞ্চে ১৮৩৫ সালের ৬ই অক্টোবর মঞ্চস্থ হয় 'বিদ্যাসুন্দর'।[৫] কোন বাঙালী প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ে এটিই প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয়।[৬] বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে ১৮৫৭ সনের ১১ই এপ্রিল মঞ্চস্থ হয় ভট্ট-নারায়ণ-এর 'বেণী সংহার' নাটকের বাংলা অনুবাদ।[৭]

উনিশ শতকে বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য রঙ্গালয়গুলি হলো 'বেলগাছিয়া নাট্য-শালা', 'সতু বাবুর নাট-মঞ্চ', 'পাথুরিয়া ঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়' (১৮৬৫), 'জোড়া-সাঁকো নাট্যশালা', 'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটরিক্যাল সোসাইটি' এবং 'বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়'। এ-সব মঞ্চে তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২); জে. সি. গুপ্তের 'কীৰ্ত্তিবিলাস' (১৮৫২), কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) 'বাবু নাটক' (১৮৫৩); 'বিক্রমো-র্ব্বশী' (১৮৫৭), 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক' (১৮৫৮) এবং 'মালতীমাধব' (১৮৫৯); হরচন্দ্র ঘোষের (১৮১৭-৮৪) 'ভানুমতি-চিত্তবিলাস (১৮৫৩); রাম নারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২-৮৬) 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' (১৮৫৪), 'বেণী-সংহার' (১৮৫৬) এবং 'রত্নাবলী' (১৮৫৮); নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' (১৮৫৫); উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ নাটক' (১৮৫৬); যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের (১৮৩১-১৯০৮) 'বিদ্যাসুন্দর' (১৮৫৮); মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) 'শৰ্ম্মিষ্ঠা' (১৮৫৯), 'পদ্মাবতী' (১৮৬০), 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০), 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০), 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' (১৮৬১); দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-৭৩) 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ হয়।

বস্তুতঃ উনিশ শতকে কলকাতাতে বাংলা থিয়েটারের জন্ম, লালন এবং তার বিকাশ ঘটলেও ১৮৫০-এর মধ্যভাগ থেকে থিয়েটার আর কলকাতাতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ঢাকাসহ এ-দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়ে।[৮]

ঢাকা

মোগল আমল থেকেই ঢাকা একটি সুপ্রাচীন নগরী হিসেবে পরিচিত। ঢাকা থেকে রাজধানী কখনো মুর্শিদাবাদ, কখনো কলকাতায় স্থানান্তরিত হলেও ঢাকার গুরুত্ব সব সময়ই ছিল। রাজধানী স্থানান্তরিত হলেও ঢাকা থেকেই সুবাদারদের প্রতিনিধি এ-দেশ শাসন করতেন।[৯]

ঢাকা ছিল বাংলাদেশের সংস্কৃতি-চর্চার অন্যতম-প্রাণকেন্দ্র। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতির লালন এবং তার বিকাশ মূলতঃ ঢাকা-কেন্দ্রিক। ঢাকার নাট্যাঙ্গনে 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' নামক মঞ্চকেন্দ্রিক নাট্য-চর্চা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতানৈক্য বর্তমান। শিশিরকুমার বসাক বলেছেন, "আনুমানিক ১২৭২ বঙ্গাব্দ",[১০] সৈয়দ মুর্তাজা আলীর ধারণায় "১৮৬২ সন"।[১১]

ঢাকাতে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ' নাটক মঞ্চস্থ হয় ১৮৬১ সনে।[১২] তা'হলে ধরে নেয়া যায়, ১৮৬১ সন অথবা তার পূর্বেও ঢাকাতে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। শিশিরকুমার বসাক তাঁর নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন :

> আনুমানিক বঙ্গাব্দ ১২৭২ সনে বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী ঢাকা নগরীতে 'পূর্ব্ববঙ্গ নাট্যসমাজ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে। **'East Bengal Dramatic Hall'** নামে উহা পরিচিত ছিল। মণ্ডি সাহেবের কুঠি ও পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বর্ত্তমানে যেখানে জগন্নাথ কলেজ অবস্থিত সেই স্থানে উহা ছিল। মোহিনী মোহন দাস (সবজী মহল), অভয় দাস, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল চক্রবর্ত্তী (নর্ম্মাল স্কুল পণ্ডিত), মহেশ গাঙ্গুলী, রাম চক্রবর্ত্তী (প্লিডার, মুন্সেফ কোর্ট) প্রমুখ ব্যক্তিগণ ঐ পূর্ব্ববঙ্গ নাট্যসমাজের উদ্যোক্তা ছিলেন।[১৩]

'রামাভিষেক' 'পূর্ববঙ্গ নাট্যসমাজ'-এর প্রথম মঞ্চায়িত নাটক বলে অনেকে মনে করেন।[১৪] মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) রচিত 'রামাভিষেক' (১৮৬৭) নাটকই যদি সংস্থার প্রথম অভিনীত নাটক হয়—তাহলে সংস্থার

প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭২ সাল বলাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ 'অমৃতবাজারে' লেখা হলো—

> ...ঢাকার সুশিক্ষিত যুবকেরা সম্প্রতি "রামাভিষেক" নাটক অভিনয়ে ব্যাপৃত হইয়াছেন। ...ঢাকার যুবকেরা উৎসাহী এবং সরলচেতা। তাহারা অভিনয় কার্য্যে যেরূপ কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাতে অভিনয়টি সুচারু পূর্ব্বক হইবার সম্ভাবনা। আমরা একদিন ইহাদের কয়েকজন অভিনেতৃগণের অভিনয় দেখিয়াছিলাম এবং আমাদের বিবেচনায় উহা চমৎকার হইয়াছিল। যুবকেরা চাঁদা দ্বারা বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। একটি রঙ্গভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন, কলিকাতা হইতে চিত্রকর লইয়া গিয়া উত্তম চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। অভিনেতৃগণের মধ্যে ঢাকার প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা আছেন। ...আমাদের দেশে নাটক অভিনয়ের নিমন্ত্রণ প্রায় বন্ধুবান্ধবের মধ্যে হয়। যাঁহার ইচ্ছা, সে উহা দর্শন করিতে যাইতে পারে না। ঢাকার অভিনয়ে সেটি হইবে না। অভিনয় কর্ত্তারা উহার নিমিত্ত টিকিট বিক্রয় করিবেন। টিকিট চারি দুই এবং এক টাকা মূল্যে থাকিবে।[১৫]

এ-সব সংবাদে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়—এক. 'রামাভিষেক' নাটকের অভিনয় ; দুই. একটি রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠা ; তিন. অভিনয়ে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অংশগ্রহণ এবং চার. দর্শনীর বিনিময়ে নাটক মঞ্চায়ন। বস্তুতঃ 'রামাভিষেক' মঞ্চস্থ হয় ১৮৭২ সালের ৩০শে মার্চ।[১৬]

সমকালীন পত্রিকা 'ঢাকা প্রকাশ' এবং 'অমৃতবাজার' পত্রিকার তথ্যানুযায়ী ১৮৭২ সালে অথবা তার পূর্বেই 'পূর্ববঙ্গ নাট্যসমাজ' বা 'East Bengal Dramatic Hall' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলা যায়। কারণ দেখা যাচ্ছে ১৮৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'প্রাইড অব বেঙ্গল থিয়েটার' তাদের নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ না থাকায় পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি ভাড়া নিয়ে নাটক মঞ্চায়িত করছে। সুতরাং 'রঙ্গভূমির' প্রতিষ্ঠা ১৮৭১ সালের পূর্বে হওয়াই সম্ভব।

'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' বস্তুতঃ ঢাকার টাউন হল হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। এই রঙ্গভূমি সংস্কারের জন্যে রঙ্গভূমি কার্যনির্বাহ পরিষদ আট হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১৭]

এ-সময় বাংলাবাজারে 'প্রাণেশ্বর নাটক', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'কক্স এণ্ড কক্স্', 'চক্ষুদান' এবং আমলীগোলায় 'রামাভিষেক' নাটকের পুনরাভিনয় হয়।[১৮]

ইতোপূর্বে একরামপুর পদ্মসার বাড়ীতে রাধামাধব চক্রবর্তীর উদ্যোগে ১২৭৫-৭৬ সালে মঞ্চস্থ হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর 'পঞ্চবিংশতি'র পদ্মাবতীর রূপান্তর 'পদ্মাবতী'।[১৯]

১৮৭১ (১২৭৮ বঙ্গাব্দ) সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'প্রাইড অব বেঙ্গল থিয়েটার'। গোষ্ঠীর নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ না থাকায় 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি বা 'East Bengal Dramatic Hall' ভাড়া নিয়ে তাঁরা নাটক মঞ্চস্থ করতেন।[২০] এই গোষ্ঠীর উদ্যোক্তা ছিলেন—পরেশনাথ ঘোষ (কুস্তিগীর), শ্যামাকান্ত (কুস্তিগীর), রাধামাধব চক্রবর্তী, ডা. রাজেশ্বর চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ চক্রবর্তী (মুন্সিগঞ্জ স্কুলের রেক্টর), আকমল খাঁ ও ইউসুফ খাঁ (দুই ভাই) এবং জ্ঞানেশ্বর রায়।[২১] এই গোষ্ঠী মঞ্চস্থ করে 'শরৎ সরোজিনী', 'মেঘনাদ বধ', 'মহারাষ্ট্র কলঙ্ক' ইত্যাদি।[২২]

সমকালে বালিয়াটীর জমিদার কিশোরীলাল রায় চৌধুরীর উদ্যোগে জগন্নাথ কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে মঞ্চস্থ হয় মনোমোহন বসুর 'হরিশচন্দ্র'।[২৩] তৎকালীন ঢাকার সাবজজ শ্রী গঙ্গাচরণ বসু অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'This is the second national theatre in Bengal.'[২৪]

শিশিরকুমার বসাকের তথ্য অনুসারে ১২৮৮ বঙ্গাব্দে (১৮৮১) 'নবাবপুর এমেচারিয়ার থিয়েটার কোম্পানী' নামে একটি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত গোষ্ঠী কালিদাসের 'অভিজ্ঞানম শকুন্তলম্' নাটকের বাংলা অনুবাদ মঞ্চস্থ করে।[২৫] শিশিরকুমার বসাকের উল্লিখিত তথ্যের সত্যতা মেলে 'ঢাকা প্রকাশ'-এর নিম্নলিখিত সংবাদে :

> ঢাকা নবাবপুর এমেচারিয়ার থিয়েটার কোম্পানী অভিনয় কার্য্যে সবিশেষ যশ আহরণ করিয়াছেন। ···শুনিতে পাই নবাবপুরের থিয়েটার দল প্রচলিত সংস্কৃত যাবতীয় নাটকের অনুবাদ করিয়া অভিনয় করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। ইহাদের সংকল্প অভিনয় কার্য্যের আর একটি পথ উদঘাটিত করিতেছে। ইহাও শুনিতে পাই, উত্তর চরিত, বিক্রমোর্ব্বশী, রত্নাবলী, বেণীসংহার নবাবপুরে

গীতিনাট্যাকারে অনুবাদিত হইতেছে। শকুন্তলার অনুবাদ ও অভিনয় দেখিয়া আমরা ভরসা করি নবাবপুর এ বিষয়ে অবশ্য কৃত-কার্য্য হইবে।[২৬]

নবাবপুর গোষ্ঠীর উদ্যোক্তা এবং অভিনেতা যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন—পণ্ডিত রাম চক্রবর্তী, লানি গুপ্ত (ঢাকার এক্সাইজ কমিশনার কে. জি. গুপ্তের ভাই), কৃষ্ণকিশোর বসাক, ধরণীনাথ বসাক, ললিতমোহন বসাক প্রমুখ।[২৭]

১৮৮২ খৃস্টাব্দে জগন্নাথ স্কুলে (পরবর্তীকালে জুবিলী স্কুল) মঞ্চস্থ হয় কেদারনাথ ঘোষ ও রামচন্দ্র চক্রবর্তীর গীতি-নাটক 'ভারত মাতা'।[২৮]

ইতিপূর্বে 'তাঁতীবাজার এ্যামেচার থিয়েটার' নামক একটি গোষ্ঠী নাট্যাঙ্গনে বেশ পরিচিত হয়ে ওঠে। তাঁতীবাজারে নাট্যগোষ্ঠীর অস্তিত্ব এবং নাটক মঞ্চায়নের তথ্য 'ঢাকা প্রকাশে'ও পত্রস্থ হয়। নবাবপুরের সঙ্গে তাঁতীবাজারের যে প্রতিযোগিতা ছিল সে-তথ্যও 'ঢাকা প্রকাশে' মুদ্রিত হয়। 'ঢাকা প্রকাশে' লেখা হলো :

> তাঁতীবাজার নবাবপুরের ঈদৃশ যশোভাগিতায় অসহিষ্ণু হইয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, ঢাকা কলেজের কোন এক পণ্ডিতকে অগ্রণী করিয়া শীঘ্রই একটি অভিনয় কার্য্যে ব্রতী হইতেছেন। তাঁহাদেরও সফলকাম হইবার সম্ভাবনা।...তাঁতীবাজারের বাবুরা অন্যান্য ভদ্র ও পদস্থ লোকদিগকেও তাঁহাদের অভিনয়ে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। ...যাহা হউক এ-ব্যাপারে নবাবপুর তাঁতীবাজারের চিরন্তনী ঈর্ষা নিন্দনীয় প্রতিহিংসায় পরিণত না হয়, এই আমাদের বাসনা।[২৯]

এ-সম্পর্কে শিশিরকুমার বসাকের তথ্য নিম্নরূপ :

> নবাবপুরে যখন 'শকুন্তলা', 'প্রভাস মিলন' প্রকৃতি নাটক অভিনীত হইতেছিল ঠিক সেই সময় তাঁতীবাজারে কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস পণ্ডিতের "মালতী মাধব" নাটক বঙ্গ ভাষায় অনূদিত হইয়া তথায় অত্যন্ত জাকজমকের সহিত অভিনীত হয়। ঢাকা সারস্বত সমাজের অধ্যক্ষ ও ঢাকা কলেজের সং ৃতের অধ্যাপক প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উদ্যোগে উহা অনুষ্ঠিত হয়।[৩০]

১৮৮৮ সনে নবাবপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নবাবপুর ইলিশিয়ান থিয়েটার'।[৩১] এই গোষ্ঠী 'বিল্বমঙ্গল', 'শকুন্তলা', 'জটিল চরিত', 'সীতার বনবাস', 'প্রভাস মিলন', 'নীল-দর্পণ' ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করে। সংস্থার নাট্য-পরিচালক ছিলেন অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ।[৩২] এ-সম্পর্কে 'ঢাকা প্রকাশে'র সংবাদ ছিল নিম্নরূপ :

> ঢাকা নবাবপুর 'ইলিশিয়ান থিয়েটার' নামক নট সম্প্রদায়ের ক্রিয়া প্রতি বুধবার ও শনিবার রাত্রিতে হইতেছে। তাহাদের নব রচিত 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নামক নাটকখানি এ-পর্যন্ত অভিনীত হইয়া আসিতেছে। আমরা এই নাটক ও ইহার অভিনয় প্রণালী দেখিয়া অতীব সুখলাভ করিয়াছি।[৩৩]

এই গোষ্ঠীর অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক ছিল গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল'। অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ ও রাম চক্রবর্তী নাটকটির রূপান্তর করেন ১৮৮৮ সনে।[৩৪] 'ইলিশিয়ান থিয়েটার' গোষ্ঠীই নাটকটির প্রকাশক বলে মনে হয়। কারণ নাটকের মুখবন্ধে উল্লেখ রয়েছে :

> 'নাট্য সম্প্রদায়ের মোহর ও স্বাক্ষর ভিন্ন কোন পুস্তক ক্রয় বা বিক্রয় নহে' অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ।[৩৫]

অন্যত্র—"নবাবপুর ইলিশিয়ান থিয়েটার কর্তৃক...অভিনয়ার্থে বিরচিত।"[৩৬] উল্লিখিত তথ্যের আলোকে 'ইলিশিয়ান থিয়েটার' কর্তৃপক্ষকেই 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের প্রকাশক বলে বিবেচনা করাই শ্রেয়।

আশির দশকে দক্ষিণ মৈশুণ্ডীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'সনাতন নাট্য-সমাজ'।[৩৭] এই সংস্থা 'প্রহ্লাদ চরিত্র' মঞ্চস্থ করে। সংস্থার নাট্য-নির্দেশক ছিলেন রাধামাধব চক্রবর্তী এবং নৃত্য-নির্দেশক ছিলেন আকাশচন্দ্র বসাক।[৩৮]

'ঢাকা প্রকাশ'-এর তথ্য অনুযায়ী 'সনাতন নাট্য-সমাজে'র উদ্যোক্তাদের নামের তালিকায় দুজন ব্যক্তির নাম পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু শিশিরকুমার বসাক উল্লেখ করেছেন :

> ...দক্ষিণ মৈশুণ্ডিতে 'সনাতন নাট্য-সমাজ' নাম দিয়া লালমোহন সাহা শংখনিধি, ভজহরি সাহা শংখনিধি, মণিমোহন সাহা, রাখালচন্দ্র বসাক প্রমুখ ব্যক্তি এক এ্যামেচার থিয়েটার পার্টির উদ্বোধন করেন।[৩৯]

১৮৮৯ সালে সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করে 'অলিম্পিয়ান থিয়েটার'।[৪০] এই সংস্থা পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে 'দক্ষযজ্ঞ' ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করে।

'সনাতন নাট্য-সমাজ' দলীয় পরস্পর কলহে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে। সবশেষে প্রাকৃতিক ঝড়ে সংস্থার রঙ্গমঞ্চ ভেঙ্গে গেলে দলটি চিরতরে লুপ্ত হয়। 'সনাতন নাট্য-সমাজে'র উদ্যোক্তা মণিমোহন সাহা, রাখালচন্দ্র বসাক এবং নতুন পতুবাবু কলতা বাজারের জমিদার হরিদাস বসাক প্রমুখ সম্মিলিতভাবে ১৮৯০-এর গোড়ার দিকে 'ক্রাউন থিয়েটার' গড়ে তোলেন। পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমির পুরাতন হল ভেঙ্গে সেখানে 'ক্রাউন থিয়েটারে'র নতুন হল প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪১]

ক্রাউন থিয়েটার-এ প্রথম স্থানীয় অভিনেত্রী অংশগ্রহণ করে। সংস্থা 'চৈতন্যলীলা', 'পূর্ণচন্দ্র' ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করে।[৪২] দর্শনীর বিনিময়ে 'ক্রাউন থিয়েটার' প্রতি সোম, বুধ এবং শনিবার নাটক মঞ্চস্থ করতো।[৪৩] পরবর্তীতে নাটক মঞ্চস্থ হতো শনি এবং বুধবারে।[৪৪]

'ক্রাউন থিয়েটার' তার সৃষ্টি-লগ্ন থেকেই প্রায় সারারাত ধরে নাটক মঞ্চস্থ করতো। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিনিধিবর্গ এবং ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ মণ্ডি সাহেব প্রমুখ আপত্তি উত্থাপন করলে শেষ পর্যন্ত 'ক্রাউন থিয়েটার' ইসলামপুরে স্থানান্তরিত হয়।[৪৫] এতদ্ব্যতীত ১৮৯৩ সনে ঢাকার বাঘলপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আর্য্য নাট্য সমিতি' রঙ্গমঞ্চ।[৪৬] 'ডায়মণ্ড জুবিলী'[৪৭] নাট্যগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৭ সনে। এই গোষ্ঠী মঞ্চস্থ করে 'দুর্গেশনন্দিনী,' 'দেবী চৌধুরাণী', 'বিজয় বসন্ত' প্রভৃতি।[৪৮] 'ডায়মণ্ড জুবিলী' গোষ্ঠী প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই তৎকালীন নাট্যজগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফিকে পেয়েছিলেন। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি তাঁর কিছু অনুসারীসহ পুরো একটি বছর এই গোষ্ঠীর সঙ্গে ঢাকায় অবস্থান করেন।[৪৯] অর্ধেন্দুর দীর্ঘ একটি বছর ঢাকায় অবস্থানের ফলে ঢাকার নাট্যাঙ্গনে তাঁর একটি প্রভাব সঙ্গত কারণেই লক্ষণীয়।

১৯০১ সনে নবাবপুরে একটি সখের নাট্যদল ছিল।[৫০] অতঃপর ইসলাম-পুরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জানকী থিয়েটার'।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মীর্জা আবদুল কাদেরের উদ্যোগে স্থাপিত হয় 'লায়ন থিয়েটার'।[৫১] বস্তুতঃপক্ষে মীর্জা আবদুল কাদেরই 'ডায়মণ্ড

জুবিলী' থিয়েটারের নতুন নামকরণ করলেন 'লায়ন থিয়েটার'।[৫২] পরবর্তীতে ঢাকায় সিনেমার আবির্ভাব ঘটলে 'লায়ন থিয়েটার' 'লায়ন সিনেমা' হল-এ রূপান্তরিত হয়। 'লায়ন থিয়েটারে' উর্দু নাটক 'জালমা-এ-পারাস্তাঁ,' 'বুলবুলে বিমার' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ হয়।[৫৩] 'লায়ন থিয়েটারে' ঢাকার স্থানীয় নাট্যকার যোগেন গুপ্তের লেখা প্রহসন 'চিড়িয়াখানা' এবং বিপিনবিহারী দাসের প্রহসন 'লাঞ্ছনা'ও সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয় বলে জানা যায়।[৫৪]

'লায়ন থিয়েটার' সে-সময় বেশ জনপ্রিয় ছিল। ঢাকা শহরের ছাত্রদের মধ্যে এর প্রভাব ছিল ব্যাপক। এ-সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচক আবুল ফজলের স্মৃতিচারণ স্মরণযোগ্য :

> ঢাকায় আমাদের মেস আর লায়ন থিয়েটারের মাঝখানে এক মসজিদ। রোজ সে মসজিদে এশার নামাজ শেষ করে নবাবজাদাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকেই সুপারিণ্টেনডেণ্ট মেসের উঁচু গেটটায় নিজের লম্বা হাতেই একটা বড়তালা লাগিয়ে দিতেন আর চাবিটা নিজের কোর্তার পকেটে ফেলে নিজের আস্তানায় গিয়ে ঢুকতেন। আমরা ওৎ পেতে থাকতাম। তিনি নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেই শুরু হতো আমাদের গেট টপকানো। লায়ন থিয়েটার শুধু হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকতো না, ডাকতো নর্তকীদের সুললিত কণ্ঠও। আমাদের মেস আর থিয়েটারটা এত কাছাকাছি যে, আমাদের কানে শুধু যে গানের সুর লহরী ভেসে আসতো তা নয়, নর্তকীদের পায়ের নূপুর গুঞ্জন পর্যন্ত আমরা শুনতে পেতাম লেপের নীচে শুয়ে শুয়ে।...গেটটাও ছিল ভয়ানক উঁচু—রাত্রের অন্ধকারের টপকাতে হতো বলে মাঝে মাঝে পড়ে গিয়ে কারো কারো হাত পাও যে ছড়ে না যেতো তা নয়। যে রাতে 'লায়লী-মজনু' কি 'শিঁরি ফরহাদ' হতো সে-রাত হলে তিল ধারণের স্থান থাকতো না...।
>
> বেশীর ভাগই হতো উর্দু নাটক। অথচ অভিনেত্রীরা ছিল সবাই বাঙ্গালী হিন্দু মেয়ে।...উর্দু নাটকে এরা যে শুধু চমৎকার অভিনয় করতো তা নয়, উর্দু গান বা গজলও গাইতো অত্যন্ত চমৎকারভাবে।...সেকালের বিখ্যাত অভিনেত্রী বিদ্যুৎময়ীর

> কথা আজো মনে আছে।...সারা ঢাকা শহর তখন ওর নামে পাগল আর সকলের মুখে মুখেই ফিরতো ওর নাম। শুনেছি ঢাকা কলেজের ছেলেরাও একাণ্ড করতো অর্থাৎ সুপারিণ্টেনডেণ্ট ঘুমিয়ে পড়লে তারাও গেট টপকাতো আর সেই রমনা থেকে ছুটে আসতো লায়ন থিয়েটারে।[৫৫]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই গড়ে ওঠে 'লালমোহন সাহার ঠাকুর বাড়ীর শখের দল,' 'সবজীমহল ড্রামাটিক ক্লাব', 'উয়ারী ড্রামাটিক ক্লাব', 'টিকাটুলী ড্রামাটিক ক্লাব', 'আরমানীটোলা ড্রামাটিক ক্লাব', 'গেণ্ডারিয়া ড্রামাটিক ক্লাব', 'সংগত টোলা ড্রামাটিক ক্লাব', 'ফরাশগঞ্জ ড্রামাটিক ক্লাব' এবং 'পোষ্টাল ড্রামাটিক ক্লাব'।[৫৬] এ-সব নাট্য সংঘ কর্তৃক মঞ্চস্থ উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম—'সীতা', 'রমা', 'ষোড়শী', 'বাংলার মেয়ে', 'প্রতাপাদিত্য', 'বাজীরাও', 'জনা', 'সাজাহান', 'পরপারে', 'মাটির ঘর', 'পি ডব্লিউ ডি', 'শক্তির মন্ত্র', 'আলমগীর', 'কারাগার', 'অশোক', 'টিপু সুলতান', 'কেদার রায়', 'পথের শেষে', 'বিজয়া', 'কালিন্দী' ইত্যাদি।

প্রভাত সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় 'ইম্পিরিয়েল সেমিনারী'-র প্রধান শিক্ষক দীনবন্ধু মজুমদারের উদ্যোগে এবং নির্দেশনায় ১৯১২ সালের দিকে পর পর তিনটি নাটক, যথাক্রমে 'হরিশচন্দ্র' (বাংলা), 'প্রহ্লাদ চরিত্রম্' (সংস্কৃত) এবং 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' (ইংরেজী) বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মঞ্চস্থ হয়।[৫৭] অভিনয়ে অত্র বিদ্যালয়ের ছাত্ররাই অংশগ্রহণ করে।

১৯২৫-২৬ সালের দিকে নাটক পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি এবং সিনেমার আগমনে ঢাকা শহরে পেশাদার থিয়েটার চর্চা সম্পূর্ণ লুপ্ত না হলেও স্তিমিত হয়ে আসে। ফলে প্রচুর সংখ্যক নট-নটী, কুশলী এবং অন্যান্যরা বেকার হয়ে পড়ে। এ-সময় বলধার জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের উদ্যোগে তাঁর বাসভবনে তাঁরই লেখা নাটক মঞ্চস্থ হতো। জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ নট-নটি-কর্মী প্রভৃতিদের বেতন দিতেন। এই বেতনের হার পাঁচ থেকে পনর টাকা পর্যন্ত ছিল।[৫৮] নাটক মঞ্চায়নে মাসে সর্বমোট ২৫০-৩০০ টাকা ব্যয় করতেন জমিদার নিজে। প্রতি সপ্তাহের শনি এবং রবিবারে নাটক মঞ্চস্থ হতো।[৫৯] নাট্য-নির্দেশকও ছিলেন জমিদার নিজে। জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের এই প্রয়াস বা সখ পাঁচ ছ' বছর অব্যাহত থাকলেও সার্বিক ভাবে ঢাকার নাট্য-চর্চায় এর কোন প্রভাব পড়েনি। নাট্যকর্মী অভিনেতা

নকুলেশ্বর দাশ ছিলেন 'পোস্টাল ড্রামাটিক ক্লাবে'র প্রাণ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই স্থানীয় মেয়েদের নিয়ে তিনি নাটক মঞ্চায়নে অগ্রসর হন। প্রতিকূল পরিবেশে স্থানীয় মেয়েদের নিয়ে স্বগোষ্ঠীতে নাটক মঞ্চায়ন সম্ভব নয় বলে তিনি 'ঢাকেশ্বরী নাট্য সমাজ' নামে একটি নতুন গোষ্ঠী সৃষ্টির মাধ্যমে পর পর তিন রাত্রি দর্শনীয় বিনিময়ে নাটক মঞ্চস্থ করলেন। কিন্তু দর্শক মহলে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় কিছুকালের মধ্যেই এই গোষ্ঠীর মৃত্যু ঘটে।[৬০]

১৯২৫ সালে বৈরাগী টোলাতে "কালাপাহাড়" পালাগান অবলম্বনে লিখিত 'কালাপাহাড়' মঞ্চস্থ হয়।[৬১] 'ফরাশগঞ্জ ড্রামাটিক ক্লাব' ১৯২৭ সালে পঞ্চায়েতী ঘরে (বর্তমানে সফিউল্লাহ প্রাইমারী স্কুল) মঞ্চস্থ করে 'বিজয় বসন্ত'।[৬২] এই সংস্থা 'শীত বসন্ত' এবং 'চিম্পা' নামে দু'টি নাটকও মঞ্চস্থ করে।

কৌতুক নাটক 'মাটির দামেই বিকিয়ে গেলাম হুজুর হে' মঞ্চস্থ হয় সূত্রাপুরের রথের ঘাটে ১৯৩২ সালে।[৬৩]

১৯৩৪-৩৫ সালে সূত্রাপুর সেবাশ্রম মাঠে 'লোহারপুল তরুণ সংঘ' মঞ্চস্থ করে 'সিন্ধু বিজয়'।[৬৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দেশী-বিদেশী মজুতদার আর মুনাফাখোরদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্র, শ্রমিক এবং কৃষক বিক্ষোভ ইত্যাদি অনুষঙ্গ সমাজচৈতন্য পরিবর্তনে গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই রূপান্তরিত চেতনা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো বাংলা নাটকেও লক্ষণীয়। যুদ্ধোত্তরকালের সামাজিক সমস্যাবলী নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপনে 'গণনাট্য সংঘ' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। পাশ্চাত্য নাটকের অনুকরণে-অনুসরণে রচিত হয়েছে কলকাতা-কেন্দ্রিক নাটকসমূহ; আর কলকাতার নাটকের অনুকরণে-অনুসরণে ঢাকার নাটক রচিত হলেও 'গণনাট্য সংঘে'র প্রভাব কেবল ঢাকা নয়, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছিল উপস্থিত।

'সবুজীমহল ড্রামাটিক ক্লাব' এবং 'ফরাশগঞ্জ ড্রামাটিক ক্লাবে'র সদস্যরা সম্মিলিতভাবে 'ঢাকা থিয়েটার্স' নামে একটি নতুন নাট্য-সংস্থা গড়ে তোলে। এই সংস্থা ১৯৪৩ সালে দর্শনীর বিনিময়ে ব্রজগোপাল দাসের রূপক নাটক 'মেশিন ও মানুষ'-এর পর পর পাঁচ দিনে দশটি 'শো' সাফল্যের সঙ্গে মানসী

সিনেমা হলে (প্রাক্তন নিশাত) মঞ্চস্থ করে।[৬৫] নাটকটির দু'দিন 'প্রেস শো'ও হয়েছিলো। এ-জাতীয় নাটক ঢাকাতে এই প্রথম। নাট্যকার তাঁর নাটকে রূপকের আবরণে স্বদেশ তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানব-সমাজের সংকট-উৎস এবং তার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। উল্লিখিত গোষ্ঠী এবং কর্মীরা সম্মিলিতভাবে একই চেতনাবাহী রণেশ দাশগুপ্তের একাংকিকা 'আমন ধান' এবং 'ওরা ঘর বাঁধতে চায়' বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ করে।[৬৬] ১৯৪৪ সালে সদরঘাটের ব্যাপ্টিস্ট মিশন হলে শিল্পী নকুলেশ্বর দাশ, ব্রজগোপাল দাশ প্রমুখের উদ্যোগে রণেশ দাশগুপ্তের 'আমন ধান'[৬৭] এবং হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ল্যাম্পপোস্ট' নামক ইংরেজী নাটিকা মঞ্চস্থ হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ কাগজীটোলা, সূত্রাপুর, ফরাশগঞ্জ, লক্ষ্মীবাজার এবং উর্দুরোডে ব্যাপকভাবে উর্দু নাটক মঞ্চস্থ হতো।

হাজী আবদুল খালেক (জন্ম ১৩০৪) ছিলেন একজন নাট্যকর্মী, নাট্য-রসিক এবং একজন সফল অভিনেতা। চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই তিনি ঢাকার নাট্য-চর্চার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাহিত্যিক সত্যেন সেন হাজী আবদুল খালেকের সাক্ষাৎকার এবং নিজের স্মৃতি থেকে ঢাকায় উর্দু নাটক মঞ্চায়ন তথা মুসলিম সমাজের নাট্যপ্রীতির একটি চিত্র তাঁর ''শহরের ইতিকথা'' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ-প্রসঙ্গে উর্দু নাটক মঞ্চায়নের কিছু তথ্য পরিবেশন অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই মনে করি। সাবান ব্যবসায়ী দু'ভাই আকমল খান এবং ইউসুফ খান, মুহম্মদ লাল খান, শেখ ফয়েজ বক্স প্রমুখ গঠন করলেন 'ফরহাত আবজা'। এই সংস্থা এককভাবে সে-সময়ের বিখ্যাত ত্রিশটি উর্দু নাটক মঞ্চস্থ করে।[৬৮]

১৯৩১ সালে সূত্রাপুরের রথের ঘাটে স্থানীয় শিল্পীরা আবদুল কাদের ওস্তাদজীর লেখা 'গুল নেহার' নামক নাটক মঞ্চস্থ করে।[৬৯] আরব্য উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে এ-নাটক লেখা। আলমগঞ্জ রোডের রেবতী বাবুর উন্মুক্ত মঞ্চে নাটকটি আরও একবার মঞ্চস্থ হয়।

১৯৩২ সালে ফরাশগঞ্জের বিবি রওজার উত্তর পাশে একটি চুনের গুদামে মঞ্চস্থ হয় 'আঞ্জুমান আরা'।[৭০] ১৯৩৬-৩৭ সালে 'আলমআরা' মঞ্চস্থ হয় সূত্রাপুর বাজারের দক্ষিণে।[৭১] নাটকের প্রযোজক ও নির্দেশক ছিলেন শিক্ষক এনায়েত।

এ-সময়ই ইমামগঞ্জে 'হোসনা আফরোজ', ফুলবাড়িয়ার রতুবাবুর উদ্যোগে হাকিম হাসান মীর্জার লেখা 'গুলশান-এ-জানফিদা', আহমদ হাসান ওয়াফির 'বিমার-এ-বুলবুল' মঞ্চস্থ হয়।[৭২] উর্দু রোডের যুবকেরা মঞ্চস্থ করে 'শিঁরি ফরহাদ'।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত 'লায়ন থিয়েটারে' 'শিঁরি ফরহাদ'-এর মতো নাটক যখন মঞ্চস্থ হতো—তখন ঢাকার আদি অধিবাসী, যারা ঢাকাইয়া কুট্টি হিসেবে পরিচিত, তারাই হলের অর্ধেক আসন দখল করে নিতো।[৭৩]

এ-সব তথ্যের আলোকে এ-কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, মুসলমান সম্প্রদায় ঢাকার নাট্য-চর্চা এবং চর্যায় একটি ভিন্ন অভিরুচির পরিচয় রাখলেও—নাট্যাঙ্গনে তাঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১৯২১ সালের ১লা জুলাই ঢাকা হল, জগন্নাথ হল ও মুসলিম হল মূলতঃ এই তিনটি ছাত্রাবাস বা 'হল' নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিক ভাবে যাত্রা শুরুর পর থেকে ঢাকার নাট্য-চর্চার গুণগত পরিবর্তন লক্ষণীয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলি সীমাবদ্ধভাবে নাট্য-মঞ্চায়নের সুযোগ পেলেও তারা যে মূলতঃ শিল্পমনস্ক নাটক মঞ্চায়নের প্রতিই অধিকতর যত্নবান ছিলেন, সে-কথার সত্যতা মেলে নিম্নলিখিত নাট্য-সংবাদসমূহে :

১৯২১-২২ শিক্ষাবর্ষে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্ররা শারদীয় অবকাশে তাদের বৃহৎ ডায়নিং হলে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বঙ্গনারী' মঞ্চস্থ করে বলে জানা যায়।[৭৪]

ঢাকা হল ১৯২২ সালে কে. পি. বিদ্যাবিনোদ রচিত 'পদ্মিনী' মঞ্চায়িত করে কার্জন হলে।[৭৫] নাট্য-নির্দেশনায় ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বোস।[৭৬]

১৯২২ সালে জগন্নাথ হল ইউনিয়ন কার্জন হলে মঞ্চরূপ দেয় নরেশ-চন্দ্র সেনগুপ্তের 'আনন্দ মন্দির'।[৭৭] ১৯২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষেও ঢাকা হলে নাটক মঞ্চায়নের সংবাদ জানা যায়।[৭৮]

জগন্নাথ হল ড্রামাটিক এ্যাসোসিয়েশন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রশেখর' এবং মন্মথ রায়ের 'দেবদাসী' মঞ্চায়িত করে ১৯২৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর।[৭৯]

১৯২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা হলে নাটক মঞ্চায়নের সংবাদ পাওয়া যায়।[৮০]

১৯২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে জগন্নাথ হল নাট্য সংসদ ড. এন. সি. সেনগুপ্তের "ঠকের মেলা" এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের "প্রফুল্ল" মঞ্চায়িত করে। এ-সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়:

> JAGANNATH HALL DRAMATIC UNION: This section has maintained its well earned reputation. It successfully staged 'Thaker Mela' a farce written by Dr. N. C. Sen-Gupta, M. A. D. L., on the occasion of the social gathering organised to meet him on the eve of his departure from Dacca. The annual dramatic performance was held just before X'mas vacation. The play selected was 'Prafulla', by the late Girish Chandra Ghosh, and the staging left nothing to be desired. The students of the Jagannath Hall have already earned some reputation for their talents in histrionic art and it may be hoped that they will ably maintain it in future. Mr. Dwijendra Kishore Bhattacharyya, B. A., was the Hony. Secretary of this section.
>
> Mr. Manmatha Roy, M. A., a student of this Hall has already gained some reputation as a dramatist. He has written several new plays during the current year and one of them is regularly staged in a public theatre in Culcutta.[৮১]

১৯২৫ সালে ঢাকা ও জগন্নাথ হলের যৌথ প্রযোজনায় কার্জন হলে মঞ্চস্থ হয় বিধায়ক ভট্টাচার্যের "ক্ষুধা"। পরবর্তীতে মঞ্চায়িত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৈকুণ্ঠের খাতা'।[৮২]

জগন্নাথ হল ইউনিয়নের সংস্কৃতি বিভাগ ১৯২৯ সালের ১০ই আগস্ট হল মিলনায়তনে এক বিচিত্রানুষ্ঠানে "সীতা" নাটকের অংশ বিশেষ

মঞ্চরূপ দেয়। হল ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলেন ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য।[৮৩]

ঢাকা ন্যাশনাল কলেজ ছাত্র সমিতির নাটক বিভাগ ১৯৩৩ সালের ৪ঠা নভেম্বর মঞ্চস্থ করে 'শক্তির মন্ত্র' এবং 'সবুজ সুধা'।[৮৪]

১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে জগন্নাথ কলেজ মঞ্চায়িত করে অমৃত-লাল বসুর 'চাটুজ্যে-বাড়ুজ্যে'।[৮৫]

১৯৩৫-৩৬ সালে জগন্নাথ হল প্রমথনাথ বিশীর 'ঋণং কৃত্বা' এবং অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ-বিভ্রাট' মঞ্চস্থ করে।[৮৬]

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা কলেজ মঞ্চরূপ দেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষরক্ষা'।[৮৭]

সলিমুল্লাহ হলে চার-এর দশকের প্রথম দিকে মঞ্চায়িত হয় 'বিজয়া', 'নার্সিং হোম', 'মাটির ঘর' প্রভৃতি।[৮৮]

১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর অথবা ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে সুনীল বোসের নির্দেশনায় ঢাকা কলেজ সংসদ মঞ্চরূপ দেয় বনফুলের 'মধুসূদন'।[৮৯]

১৯৪৫-৪৬ শিক্ষাবর্ষে সলিমুল্লাহ হল সংসদ বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মেঘমুক্তি' এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের ডাক' মঞ্চস্থ করে।[৯০]

অপরদিকে ঢাকার 'পূর্ব-ঢাকা নাট্য নিকেতন' ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে মঞ্চরূপ দেয় সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল'।[৯১]

কেবলমাত্র ঢাকা শহর নয়—ঢাকা জেলার অন্যান্য স্থানেও সত্তুরের দশক থেকে নাটক মঞ্চায়নের সংবাদ পাওয়া যায়। এ-সময় বিক্রমপুরের হাঁসাড়া, কালীপাড়া, পাওলদিয়া, শ্রীনগর, ব্রজযোগিনী প্রভৃতি স্থানে নাটক মঞ্চস্থ হতো। ১৮৭৩ সালে ব্রজযোগিনীতে মঞ্চায়িত হয় 'সীতাহরণ'।

১৮৯৯ সালে মানিকগঞ্জের বানীয়ারা গ্রামে সতীশচন্দ্র মজুমদারের নাটক 'দানবীর' মঞ্চস্থ হয়।[৯২] বানীয়ারা গ্রামেই ১৯০০ সালের মার্চ মাসে হিন্দু সম্প্রদায়ের সরস্বতী পূজা এবং শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী উপলক্ষে সতীশচন্দ্র

মজুমদারের 'বালির শতশ্বমেধ' মঞ্চরূপ দেয় মুন থিয়েটার। এ-সম্পর্কে 'ঢাকা প্রকাশ'-এ প্রকাশিত শ্রী কেশবচন্দ্র দত্তের প্রেরিত পত্র নিম্নরূপ :

> বানীয়ারা সারস্বত মেলা বা বঙ্গীয় শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী ও মাতা সরস্বতী দেবীর মহাপূজা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে ; মেলা ৪ দিন কাল স্থায়ী ছিল…সর্ব্ব সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন জন্য ঘোড়দৌড়, খেমটা নাচ, হরিকীর্ত্তন, লুট বিতরণ, লাঠিখেলা এবং মুন থিয়েটারের অভিনয় মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। নাটককার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত "বলির শতশ্বমেধ" অতিশয় দক্ষতার সহিত অভিনীত হইয়াছে। গত বৎসরও উক্ত নাটককার প্রণীত "দানবীর" নাটক অভিনীত হইয়াছিল।"[৯৩]

এ-সময় নাটক আর শহরে সীমাবদ্ধ থাকেনি। পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত তার আপন আসন সুদৃঢ় করেছিল বলে মনে হয়। গ্রাম পর্যায়ে নাটকের এই সুদৃঢ় অবস্থানকে অনেকেই যে সহজভাবে গ্রহণ করেননি—তার প্রমাণ 'ঢাকা প্রকাশ'-এ প্রকাশিত জনৈক পত্র প্রেরকের পত্র থেকে জানা যায়। সংবাদটি নিম্নরূপ ঃ

> …বিদ্যাভিমানীদের বিদ্যার কীর্ত্তি স্তম্ভ রাখিবার জন্য কতকগুলি নাটকাদি কুৎসিত পুস্তক রচনা করিয়া সহর হইতে পল্লিগ্রামের যুবক যুবতীগণের মাথা একেবারে খাইয়াছেন এবং এখনও সেই রস হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়া হিন্দুর সোণার সংসার পিশাচের লীলাক্ষেত্র করিয়াছেন। আজকাল অনেক ছেলে নাটকের সুরে গান করে নাটকের সুরে কথা কয় এবং নাটকের নায়ক নায়িকার মত আচার ব্যবহার করে, তাই বলি যে দু'পাতা পড়া কর্ম্মভোগ মাত্র।[৯৪]

ঢাকার নারায়ণগঞ্জেও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বেশ কিছু সংখ্যক নাট্য-গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। ১৯২৭ সালে 'ভিক্টোরিয়া ড্রামাটিক ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ-সময়ই গড়ে ওঠে 'আমলাপাড়া ড্রামাটিক এসোসিয়েশন', 'শীত-লক্ষা ড্রামাটিক ক্লাব' এবং 'চন্দ্রকলা মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট'।[৯৫] এ-সব গোষ্ঠী নারায়ণগঞ্জের নাট্য-চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। নারায়ণগঞ্জ মহকুমার মোগরাপাড়ার (প্রাচীন সোনার গাঁ) ব্যবসায়ীদের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতায় ১৯৩২ সালে পর পর দু'রাত্রি মঞ্চস্থ হয় 'স্বপ্নবিলাস'।[৯৬]

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রায় দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত উল্লেখিত ঢাকার বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য নাটক মঞ্চস্থ হয়। কেবল ঢাকা নয়—কলকাতার বিভিন্ন গোষ্ঠীও ঢাকার মঞ্চে নাটক মঞ্চস্থ করে।

১৮৭৩ সনে কলকাতার 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' এবং 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ঢাকা আসে। পত্রিকার বিজ্ঞাপন অনুযায়ী হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার ১২ই জুন থেকে ১৬ই জুন পর্যন্ত 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'তে 'নীল-দর্পণ', 'নবীন তপস্বিনী', 'সধবার একাদশী', 'কৃষ্ণকুমারী', 'লীলাবতী', 'যেমন কর্ম তেমন ফল', 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'পেনটোমান', 'মডেল স্কুল', 'বিলাতিবাবু', 'ভারতমাতা', 'পরিস্থান', 'মস্তবী সাহেবের বিদায় গ্রহণ' ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করে। প্রবেশ মূল্য ছিল ৪, ২, ১ টাকা এবং ।।০ আনা।[৯৭]

উল্লিখিত নাটকসমূহ পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে যে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয় তার বিবরণ সমকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রত্যক্ষ করা যায়। পত্রিকায় লেখা হলো—"গত শনিবার পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে কলিকাতার হিন্দু নেশনাল থিয়েটারের সভ্যগণ নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় করিয়াছেন।··· ঢাকাস্থ সমুদায় ভদ্র সমাজ ও ইংরাজগণ অভিনয় দর্শনার্থ উপস্থিত ছিলেন। রঙ্গভূমি লোকাকীর্ণ ছিল।···আমরা সমস্ত ঢাকাবাসী অভিনয় সন্দর্শন করিয়া যে কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছি লিখিয়া শেষ করিতে পারি না।"[৯৮]

> ঢাকা যাইবার প্রস্তাব হইল।···১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়ায় কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম।
>
> ঢাকা শহরে একটি বাঁধা ষ্টেজ ছিল। বেশী কাল-বিলম্ব না করিয়া আমরা সেই ষ্টেজে 'নীল-দর্পণ' লইয়া অবতীর্ণ হইলাম। এক-রাত্রেই আমরা কিস্তিমাৎ করিয়া দিলাম।[৯৯]
>
> ···প্রায় একমাস আমরা ঢাকায় রহিলাম। অনেকগুলি নাটকের অভিনয় করিলাম। অর্ধেন্দুকে লইয়া সমস্ত সহর উন্মত্ত হইয়া উঠিল। আমাদের দেশের থিয়েটারের জন্য কোন অভিনেতাকে অমন করিয়া আর কেহ Lionise করিয়াছে কিনা জানিনা। আমরা 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম লইয়া ঢাকায় আসিয়াছিলাম।[১০০]

কলকাতার 'ন্যাশনাল থিয়েটার' মঞ্চস্থ করে 'নীলদর্পণ' এবং 'নয়শো রূপেয়া'।[১০১]

নবাব আবদুল গণির আমন্ত্রণে বোম্বাই থেকে একটি নাট্যদল ঢাকা আসে ১৮৭৬ সনে। এই দল হিন্দী ভাষায় রচিত 'ইন্দ্রসভা' পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে মঞ্চস্থ করে।[১০২]

কলকাতার ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৯ সনে পুনরায় ঢাকা আসে। এই গোষ্ঠী মঞ্চস্থ করে 'সতী কি কলঙ্কিনী' ও 'চক্ষুদান'।[১০৩]

১৮৮৭ সনে কলকাতার 'স্টার কোম্পানী' অভিনয়ার্থে ঢাকা আসে। এই সম্প্রদায় মঞ্চস্থ করে 'চৈতন্যলীলা', 'নলদময়ন্তী', 'ধ্রুব চরিত্র', 'সীতার বনবাস', 'বুদ্ধচরিত', 'ঝাকমারীর মাশুল' প্রভৃতি নাটক।[১০৪]

কলকাতার 'বীণা থিয়েটার' ঢাকা আসে ১৮৮৮ সনে। এই গোষ্ঠী 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'তারকা সুন্দর বধ', 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করে।[১০৫]

মফঃস্বল শহর ঢাকাতে নাট্য-চর্চার সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে। ১৮৫৯ সনে বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হবার পর বেশ কিছু সংখ্যক নাটক ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

ঢাকা নবাবপুর থেকে ১২৯৮ সনে গ্রেট ইলিশিয়ান থিয়েটার কোম্পানী প্রকাশ করে, 'প্রভাস মিলন'।[১০৬] মাঘ ১২৮২ সনে (১৮৭৬ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী) শ্রী শ্রীকৃষ্ণদাস ও বসন্তকুমার বসাক প্রকাশ করেন 'ভ্রমর গীতা' ও 'নারদ সংবাদ'।[১০৭] 'ভারতমাতা' (গীতিনাটক) ১৮৮৩ সনের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়। শ্রী কেদারনাথ ঘোষ এবং শ্রী রাম চক্রবর্তী নাটকটির রচয়িতা এবং প্রকাশক।[১০৮] গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তীর 'কুণ্ডেশ্বরী মিলন' (গীতাভিনয়) প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সনের ৬ই নভেম্বর।[১০৯] ১২৮২ সনে 'দারকা মিলন', এবং শশিভূষণ ঘোষ কর্তৃক ১৩১০ সনে 'জটিল চরিত' প্রকাশিত হয়।[১১০] 'দানকেলী কৌমুদী' লেখেন সঙ্গীত-শাস্ত্রবিদ কবি রামকুমার বসাক। ১৩০৩ সনে শ্রী ভুবনচন্দ্র বসাক নাটকটি প্রকাশ করেন। মুদ্রাকর কৃষ্ণচরণ বসাক।[১১১] শ্রী বাঁশীনাথ বসাক রূপান্তরিত 'ভ্রমরগীতি' (গীতিনাটক) ঢাকা সুলভ যন্ত্রে ৭ই ফাল্গুন

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রায় দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত উল্লেখিত ঢাকার বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য নাটক মঞ্চস্থ হয়। কেবল ঢাকা নয়—কলকাতার বিভিন্ন গোষ্ঠীও ঢাকার মঞ্চে নাটক মঞ্চস্থ করে।

১৮৭৩ সনে কলকাতার 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' এবং 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ঢাকা আসে। পত্রিকার বিজ্ঞাপন অনুযায়ী হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার ১২ই জুন থেকে ১৬ই জুন পর্যন্ত 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'তে 'নীল-দর্পণ', 'নবীন তপস্বিনী', 'সধবার একাদশী', 'কৃষ্ণকুমারী', 'লীলাবতী', 'যেমন কর্ম তেমন ফল', 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'পেনটোমান', 'মডেল স্কুল', 'বিলাতিবাবু', 'ভারতমাতা', 'পরিস্থান', 'মস্তবী সাহেবের বিদায় গ্রহণ' ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করে। প্রবেশ মূল্য ছিল ৪, ২, ১ টাকা এবং ||০ আনা।[৯৭]

উল্লিখিত নাটকসমূহ পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে যে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয় তার বিবরণ সমকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রত্যক্ষ করা যায়। পত্রিকায় লেখা হলো—"গত শনিবার পর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে কলিকাতার হিন্দু নেশনাল থিয়েটারের সভ্যগণ নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় করিয়াছেন।··· ঢাকাস্থ সমুদায় ভদ্র সমাজ ও ইংরাজগণ অভিনয় দর্শনার্থ উপস্থিত ছিলেন। রঙ্গভূমি লোকাকীর্ণ ছিল।···আমরা সমস্ত ঢাকাবাসী অভিনয় সন্দর্শন করিয়া যে কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছি লিখিয়া শেষ করিতে পারি না।"[৯৮]

> ঢাকা যাইবার প্রস্তাব হইল।···১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়ায় কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম।
>
> ঢাকা শহরে একটি বাঁধা ষ্টেজ ছিল। বেশী কাল-বিলম্ব না করিয়া আমরা সেই ষ্টেজে 'নীল-দর্পণ' লইয়া অবতীর্ণ হইলাম। একরাত্রেই আমরা কিস্তিমাৎ করিয়া দিলাম।[৯৯]
>
> ···প্রায় একমাস আমরা ঢাকায় রহিলাম। অনেকগুলি নাটকের অভিনয় করিলাম। অর্ধেন্দুকে লইয়া সমস্ত সহর উন্মত্ত হইয়া উঠিল। আমাদের দেশের থিয়েটারের জন্য কোন অভিনেতাকে অমন করিয়া আর কেহ Lionise করিয়াছে কিনা জানিনা। আমরা 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম লইয়া ঢাকায় আসিয়াছিলাম।[১০০]

কলকাতার 'ন্যাশনাল থিয়েটার' মঞ্চস্থ করে 'নীলদর্পণ' এবং 'নয়শো রূপেয়া'।[১০১]

নবাব আবদুল গণির আমন্ত্রণে বোম্বাই থেকে একটি নাট্যদল ঢাকা আসে ১৮৭৬ সনে। এই দল হিন্দী ভাষায় রচিত 'ইন্দ্রসভা' পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে মঞ্চস্থ করে।[১০২]

কলকাতার ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৯ সনে পুনরায় ঢাকা আসে। এই গোষ্ঠী মঞ্চস্থ করে 'সতী কি কলঙ্কিনী' ও 'চক্ষুদান'।[১০৩]

১৮৮৭ সনে কলকাতার 'স্টার কোম্পানী' অভিনয়ার্থে ঢাকা আসে। এই সম্প্রদায় মঞ্চস্থ করে 'চৈতন্যলীলা', 'নলদময়ন্তী', 'ধ্রুব চরিত্র', 'সীতার বনবাস', 'বুদ্ধচরিত', 'ঝাকমারীর মাশুল' প্রভৃতি নাটক।[১০৪]

কলকাতার 'বীণা থিয়েটার' ঢাকা আসে ১৮৮৮ সনে। এই গোষ্ঠী 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'তারকা সুন্দর বধ', 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করে।[১০৫]

মফঃস্বল শহর ঢাকাতে নাট্য-চর্চার সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে। ১৮৫৯ সনে বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হবার পর বেশ কিছু সংখ্যক নাটক ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

ঢাকা নবাবপুর থেকে ১২৯৮ সনে গ্রেট ইলিশিয়ান থিয়েটার কোম্পানী প্রকাশ করে, 'প্রভাস মিলন'।[১০৬] মাঘ ১২৮২ সনে (১৮৭৬ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী) শ্রী শ্রীকৃষ্ণদাস ও বসন্তকুমার বসাক প্রকাশ করেন 'ভ্রমর গীতা' ও 'নারদ সংবাদ'।[১০৭] 'ভারতমাতা' (গীতিনাটক) ১৮৮৩ সনের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়। শ্রী কেদারনাথ ঘোষ এবং শ্রী রাম চক্রবর্তী নাটকটির রচয়িতা এবং প্রকাশক।[১০৮] গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তীর 'কুঞ্জেশ্বরী মিলন' (গীতাভিনয়) প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সনের ৬ই নভেম্বর।[১০৯] ১২৮২ সনে 'দারকা মিলন', এবং শশিভূষণ ঘোষ কর্তৃক ১৩১০ সনে 'জটিল চরিত' প্রকাশিত হয়।[১১০] 'দানকেলী কৌমুদী' লেখেন সঙ্গীত-শাস্ত্রবিদ কবি রামকুমার বসাক। ১৩০৩ সনে শ্রী ভুবনচন্দ্র বসাক নাটকটি প্রকাশ করেন। মুদ্রাকর কৃষ্ণচরণ বসাক।[১১১] শ্রী বাঁশীনাথ বসাক রূপান্তরিত 'ভ্রমরগীতি' (গীতিনাটক) ঢাকা সুলভ যন্ত্রে ৭ই ফাল্গুন

১২৮২ সনে মুদ্রিত হয়।[১১২] নাটকটি সঙ্গীতজ্ঞ রামকুমার বসাককে উৎসর্গিত। অমৃতলাল বসুর 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রহসনটি প্রকাশিত হয় ১৮৯১ সনে।

গোবিন্দ চক্রবর্তীর 'অশুভস্য কাল হরণম্', গৌরমোহন বসাকের 'অশুভ পরিহারক', হরিশচন্দ্র বসাকের 'শ্যাম কিশোরী' ইত্যাদি প্রহসন ১৮৬২-৬৪ সনের মধ্যে ঢাকাতে মুদ্রিত হয়।[১১৩]

বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে হরিশচন্দ্র মিত্রের 'ম্যাও ধরিবে কে ?' (১৮৬২) এবং 'শুভস্য শীঘ্রম' (১৮৬২) প্রহসন দু'টিও ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।[১১৪]

ঢাকায় প্রকাশিত প্রহসন ও ব্যঙ্গ নাটক-নাটিকাগুলিতে সমকালীন সমাজ, জীবন-যন্ত্রণা এবং যন্ত্রণা-মুক্তির ইঙ্গিত বর্তমান। নারী-জাগরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় 'তাজ্জব ব্যাপার' নামক একটি প্রহসনে। যেমন :

ফাটকে আটক রব না,—
দিয়েছ শেকল কেটে,
এখন মাঠের বাইরে পা দিয়াছি
দখল কর জেনানা।
আমরা সব কলেজে যাব 'নলেজ' পাব,
টপ্পা গেয়ে করব সুখে বাবুয়ানা,
এখন তোমরা কুটনা কোটো
বাটনা বাটো
দাও লক্ষ্মীপূজার আল্‌পনা।[১১৫]

অথবা—
আমাদের করে স্বাধীন,
মিন্‌ষেরা হ'ল অধীন।
ব্যাচারারা ভাই রাধে,
উনানে ফুপাড়ে আর কাঁদে।[১১৬]

'রাজা বাহাদুরে'ও একটি ভেজাল চিত্রের উপস্থিতি লক্ষণীয় :

এখন যে দিকে চাই খালি জাল
কি দিন পড়েছে বিষম কাল

কুরুচি সুরুচি ধর্ম্মে অভিরুচি
যেন ভেজাল তেলে ভাজ লুচি,
গলায় পৈতা পুরে মুচি
চালছে বামুনি চাল।[১১৭]

নাটকের অভ্যন্তরের গানগুলিতে যেমনি ব্যঙ্গ-শ্লেষ বর্তমান ছিল—তেমনি ছিল আধ্যাত্মিক চেতনা।

১৮৫২ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়।[১১৮]

প্রকাশ কাল	সংখ্যা
১৮৫২-৬০	৩২
১৮৬১-৭০	৮৭
১৮৭১-৮০	২১১
১৮৮১-৯০	১৪৩
১৮৯১-১৯০০	১৩৩
১৯০১-১৯১০	১৬৪
১৯১১-১৯২০	১৮৬
১৯২১-১৯৩০	১৩৭
১৯৩১-১৯৪০	১৫১

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রায় দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত ঢাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাটক লিখিত ও মঞ্চস্থ হয়েছে। দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখার মানসিকতা সৃষ্টির প্রয়াসও উনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশক থেকে। স্থানীয় মহিলা শিল্পীর সহ-অভিনয়ও লক্ষণীয়। তথাপি ঢাকার নাট্য-চর্চায় কোন গতি সৃষ্টি হয়নি—আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠেনি। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে আধুনিক জীবনসচেতন নাট্য-সংস্থা, ব্যক্তি, কর্মীর সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তা হয়নি।

কুষ্টিয়া

কেউ কেউ কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়ায় কুষ্টিয়ার লেখক মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' ১৮৭১ সালের দিকে মঞ্চস্থ হয় বলে মনে করেন।[১১৯]

১৮৭৩-এ কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে মঞ্চায়িত হয় 'ধ্রুব চরিত্র', 'সীতাহরণ' ইত্যাদি।[১২০]

বস্তুতঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই কুষ্টিয়ার নাট্য-চর্চা দানা বেঁধে ওঠে। এই শতকেই জেলার বিভিন্ন স্থানে নাট্য-চর্চার প্রসার ঘটে। চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ইত্যাদি স্থানে নাটকের চর্চা ছিল।

যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও পংকজ গুপ্তের প্রচেষ্টায় ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পরিমল থিয়েটার হল'[১২১] আর 'পরিমল নাট্য সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সালে।[১২২] জেলা শহরের অন্যান্য গোষ্ঠী ছিল 'মোহিনী মিলস্ নাট্য গোষ্ঠী,' 'মিতালী পরিষদ', 'কালেক্টরেট নাট্য গোষ্ঠী' ইত্যাদি।

১৯৩২ সালে মোহিনী মিলস্ নাট্য গোষ্ঠীর কেবলমাত্র মঞ্চ স্থাপিত হলেও এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৩৩ সালে হল নির্মাণ সমাপ্ত হয়। উল্লিখিত গোষ্ঠীসমূহ এ-সময় উল্লেখযোগ্য যে-সব নাটক মঞ্চস্থ করে সেগুলি হলো—'কর্ণার্জ্জুন', 'সাজাহান', 'কেদার রায়' 'শতবর্ষ আগে' ইত্যাদি। পরিমল নাট্য সমিতির স্থায়ী মঞ্চ উদ্বোধন দিনে মঞ্চস্থ হয় 'জয়দেব'।

চুয়াডাঙ্গায় ১৯২০ সালে নির্মিত হয় 'শ্রীমন্ত টাউন হল'। মহকুমা প্রশাসক শ্রীমন্ত বাবুর প্রচেষ্টায় এ হলটি নির্মিত হয়। এই হলকে কেন্দ্র করে এ-মহকুমায় নাট্য-চর্চার প্রসার ঘটে। এ-মঞ্চে 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'দেবলাদেবী' ইত্যাদি নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

মেহেরপুর মহকুমা ছিল হিন্দু-প্রধান স্থান। মহকুমায় বেশ কয়েকটি খৃস্টান মিশনারী কেন্দ্র ছিল। মূলতঃ জমিদার এবং ধনাঢ্য হিন্দু পরিবারের উদ্যোগে মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে নাটক মঞ্চস্থ হতো।

১৯২২ সালে গোস্বামী দুর্গাপুরে 'রঘুমণি নাট্য সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়।[১২৩] অভিনেতা পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের পিতার নাম অনুসারেই এ গোষ্ঠীর নামকরণ করা হয়। এই মঞ্চে অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রমুখ অভিনয় করেন।

এ-ছাড়া বাড়াদি, খোকসা, জুনিয়াদহ, আলমডাঙ্গা, হরিনারায়ণপুর, দামুড়হুদা, দর্শনা ইত্যাদি স্থানে নাটক মঞ্চস্থ হতো।

খুলনা

এক সময় খুলনা ছিল যশোর জেলার মহকুমা। কাজেই যশোরের নাট্য-চর্চার সঙ্গে তার সংপৃক্তি ছিল। ১৮৮২ সালে পৃথক জেলা হিসেবে খুলনা স্বীকৃত হয়।

১৯০০ সালে 'খুলনা থিয়েটারে'র জন্মের মধ্য দিয়ে খুলনার নাট্য-চর্চার অগ্রযাত্রা সুনিশ্চিত হয়। ১৯১০-১২ সাল পর্যন্ত 'খুলনা থিয়েটার' স্বনাম বজায় রেখেছিল। পরবর্তীতে এই গোষ্ঠীর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'খুলনা নাট্য মন্দির'। বর্তমানে 'খুলনা নাট্য নিকেতন' নামেই এই গোষ্ঠী পরিচিত। যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই গোষ্ঠী পুরোপুরি একটি নাট্য-সংস্থায় রূপ নেয় তাঁরা হলেন তৎকালীন জেলা প্রশাসক ব্রাডলী বার্ড, ললিত-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলানন্দ দাশগুপ্ত, রূপলাল নাগ, যতীন মিত্র প্রমুখ।[১২৪]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় খুলনায় ম্যাজি-স্ট্রেট হয়ে আসেন। ডি. এল. রায় খুলনা থিয়েটারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। গোষ্ঠী কর্তৃক মঞ্চস্থ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাটকে তিনি বেশ কয়েক বছর অভিনয়ও করেন।

খুলনা থিয়েটার বা নাট্য মন্দিরে যাঁরা অভিনয় করতেন তাঁরা হলেন—ললিত ব্যানার্জী, কিরণ রায়, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সতীশচন্দ্র দে, বিমলানন্দ দাশগুপ্ত প্রমুখ।[১২৫]

বর্তমান শতকের তিরিশ দশকে নাট্য মন্দিরের যাঁরা কর্মী, অভিনেতা, নাট্য-পরিচালক, ম্যানেজার এবং সহকারী ম্যানেজার ছিলেন তাঁরা হলেন-নির্মলকান্তি ব্যানার্জী, লৌহিত ব্যানার্জী, নির্মল সেন, বিনয় সেন, প্রমদা দাশগুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ।[১২৬]

খুলনা পৃথক জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর কলকাতার সঙ্গে ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠতে থাকে। ফলে কলকাতার মঞ্চ-সফল অধিকাংশ নাটকই নাট্য-মন্দিরে মঞ্চস্থ হয়েছে।

খুলনা জেলার সাতক্ষীরায় নাটকের চর্চা ছিল। ১৯১১ সালে 'ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ক্লাব : সাতক্ষীরা' প্রতিষ্ঠার পর সাতক্ষীরায় নাট্য-চর্চার গতি সুদৃঢ় হয়।

'ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক ক্লাব' প্রতিষ্ঠায় যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁরা হলেন—প্রভাস চট্টোপাধ্যায়, আবদুল বারী খাঁ, আবদুর রউফ খান চৌধুরী, মীর মকসেদ আলী, অরবিন্দু রায় চৌধুরী প্রমুখ। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে ছিল—'কর্ণার্জ্জুন', 'সীতা', 'রঘুবীর' 'চন্দ্রগুপ্ত', 'প্রফুল্ল', 'পরপারে', 'কারাগার', 'মিসরকুমারী', 'মহারাজ নন্দ-কুমার' 'মীর কাশিম' ইত্যাদি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে খুলনা জেলার বাগেরহাটেও নাট্য-চর্চা ছিল বলে জানা যায়।

জামালপুর

জামালপুরের নাট্য-চর্চার ইতিহাস অতি প্রাচীন। জামালপুরের শেরপুরে ১৮৬৫ সনের ২১শে ডিসেম্বর মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' মঞ্চস্থ হয়।[১২৭]

জমিদার হরচন্দ্র রায় চৌধুরী 'বিদ্যোন্নতি সাধিনী সভা' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম ছাড়াও নাটক মঞ্চস্থ করতো।

১৯১২ সালের দিকে শেরপুরের জমিদার বাড়ীতে 'বেহুলা' নাটক অভিনীত হয়। এই নাটক মঞ্চায়নের জন্যে বিদ্যুৎ সরবরাহে কলকাতা থেকে ইঞ্জিন এনে বিজলী বাতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে রাজেন্দ্রচন্দ্র সেন প্রমুখের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'এডওয়ার্ড থিয়েটার'। এই সংস্থা বিভিন্ন পার্বণ উপলক্ষে নাটক মঞ্চস্থ করতো।

শশীমোহন দে, সুরেন্দ্রনাথ সোম, সুখেন্দ্রমোহন ঘোষ প্রমুখ আইনজীবীর প্রচেষ্টায় দুর্গাবাড়ীতে একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মঞ্চে উল্লেখ-যোগ্য সংখ্যক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে।

বিশ শতকের প্রথম দিকে দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখের প্রচেষ্টায় জামালপুর শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শংকর নাট্য মন্দির'। এ সময় শংকর নাট্য মন্দিরের পাশাপাশি 'জামালপুর থিয়েটার্স' নামে একটি গোষ্ঠীর জন্ম হয়। এই গোষ্ঠী 'শংকর নাট্য মন্দির' মঞ্চে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাটক মঞ্চায়িত করে।

টাঙ্গাইল

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেই সন্তোষ, করটিয়া, ধনবাড়ী, দেলদোয়ার, নাগরপুর, হেমনগর, পাকুল্লা, এলেঙ্গা, ফুলতলা ইত্যাদি স্থানে নাটকের চর্চা ছিল। সন্তোষের জমিদার প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর বাসভবনে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ছিল। এই মঞ্চে নিয়মিত নাটক অভিনীত হতো। উত্তর টাঙ্গাইলে প্রাণগোবিন্দ মুন্সীর বাসভবনে ছিল একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ। এই মঞ্চে বিভিন্ন পূজা-পার্বণে নাটক অভিনীত হতো।

এলেঙ্গার জমিদার বাড়ীর নাট্যমঞ্চেও নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ হতো। ফুলতলায় ছিল 'কমলা নাট্য সমাজ'। আইনজীবী অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখের প্রচেষ্টায় ১৯১১ সালে টাঙ্গাইলে প্রতিষ্ঠিত হয় 'করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব'। প্রথমে যদুনাথ ভট্টাচার্য ও পরে সন্তোষের ছয় আনি জমিদারের দানকৃত জমিতে করোনেশনের স্থায়ী মঞ্চ ও মিলনায়তন নির্মিত হয়। এই সংস্থার অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হলো—'হায়দর আলী', 'টিপু সুলতান', 'মিসরকুমারী', 'সিরাজদ্দৌলা', দেবলা দেবী', 'বঙ্গে বর্গী' ইত্যাদি।

১৯১০-১১ সালে টাঙ্গাইলের গালাগ্রামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' নাটক মঞ্চস্থ হয়।[১২৮]

বিংশ শতাব্দীর চার-এর দশকে টাঙ্গাইলে আরো বেশ কিছু নাট্য-সংস্থার জন্ম হয়েছিলো। এ-সব গোষ্ঠীর মধ্যে পঙ্কজ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'ফ্যাকাশে সম্মিলনী'; আবদুস সালাম, অপরেশ চক্রবর্তী প্রমুখের প্রচেষ্টায় 'চালক সম্মিলনী'; সৈয়দ নূরুল, আখতারুজ্জামান খান প্রমুখের প্রচেষ্টায় যথাক্রমে 'ড্রামাটিক ক্লাব' এবং 'থানাপাড়া সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব সংস্থা টাঙ্গাইলের নাট্য-চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

দিনাজপুর

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে দিনাজপুরে জমিদার ও রাজাদের আশ্রয়পুষ্ট নাট্য-চর্চার ধারা লক্ষ্য করা গেলেও সংগঠনগত দিক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম লগ্নে সে-ধারা সুসংগঠিত রূপ নেয়।

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার হল'।[১২৯] দিনাজপুর শহরের মধ্য স্থল ক্ষেপুপাড়ায় অবস্থিত এই গোষ্ঠী দিনাজপুরের

নাট্যাঙ্গনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। সংগঠনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রী হরিচরণ সেন।

১৯১৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'দিনাজপুর নাট্য সমিতি'।[১৩০] বস্তুতঃপক্ষে দিনাজপুরের এই নাট্য সমিতিই ছিল নাট্য পরিচর্যার প্রাণকেন্দ্র। এই গোষ্ঠীর প্রথম অভিনীত নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত'।

'নাট্য সমিতি'র প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত দিনাজপুরের নাট্যচর্চাকে তিনটি পর্যায়ে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। পর্যায়গুলো হলো—ক. উদ্ভব যুগ, খ. উত্তরণ যুগ, এবং গ. সমৃদ্ধ যুগ।[১৩১] প্রথম পর্যায়ে নাট্যকর্মীরা একদিকে নাটক মঞ্চস্থ করে দর্শক সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন, অপরদিকে সাংগঠনিক তৎপরতায় গোষ্ঠীকে সুদৃঢ় করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এই পর্যায়ের নিবেদিত-কর্মী ছিলেন ভূপাল সেন, গিরিজামোহন নিয়োগী, রাধাবল্লভ চৌধুরী প্রমুখ। এ-পর্যায়ে পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চস্থ হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ উত্তরণ যুগে নাট্য-চর্চার বিস্তৃতি ঘটে। শিল্পী এবং দর্শকদের মাঝে যোগসূত্র স্থাপিত এবং নাটকাভিনয় নিয়মিত পর্যায়ে এসে পৌঁছায়। উত্তরণ যুগের কৃতি শিল্পীরা হলেন—শিবপ্রসাদ কর, রমেশ দত্ত, সুরেশ দাস, ক্ষিতীশ গুপ্ত, জ্যোতিষ গুপ্ত, গুরুদাস তালুকদার, সুধীর রায়, ট্যাঙ্গর চক্রবর্তী, নারায়ণ-বন্ধু সরকার প্রমুখ।

তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ সমৃদ্ধ যুগে ঐতিহাসিক এবং মেলোড্রামার স্তর পেরিয়ে নাটকে সামাজিক বক্তব্য প্রাধান্য লাভ করে। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, 'যুগের সংশয়-নৈরাশ্য, আবেগ-বিদ্রোহ, নিঃস্বতা-ক্ষয়'[১৩২] নাটকের বক্তব্যে প্রাধান্য পেলো। সমৃদ্ধ যুগের উদ্যোক্তা এবং শিল্পীরা হলেন—বিমল দাশগুপ্ত, বিমল নন্দী, সতীশ দাশগুপ্ত, রাজেন তরফদার, সুধীর সরকার, ফটিক চক্রবর্তী, প্রভাত দাস, খান বাহাদুর আমিনুল হক, সুকুমার চক্রবর্তী, সুশীল সেন, মকবুল হোসেন, রবীন মজুমদার, বামাপদ চৌধুরী, সুভাষ দত্ত, রহমান প্রমুখ।

'নাট্য সমিতি' প্রতি শনিবার সাপ্তাহিক নাটকাভিনয়ের আয়োজন করতো।

নোয়াখালী

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই নোয়াখালী জেলায় নাটকের চর্চা ছিল বলে তথ্য পাওয়া যায়। ১৯১২-১৩ সালে এই নাট্য-চর্চা সংগঠিত রূপ নেয়। এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয় 'ফেনী টাউন ক্লাব'। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে ছিলেন—কর্নেল হাণ্ট, মুজিবুর রহমান, যদুনাথ প্রমুখ।[১৩৩] ১৯৩০ সালে এই ক্লাবের কর্মকাণ্ডের পরিধি বর্ধিত হয়। সংস্থা নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ করতে থাকে। এই সংস্থার মঞ্চস্থ নাটকগুলি ছিল—'পলাশীর যুদ্ধ', 'চন্দ্রশেখর', 'আওরঙ্গজেব', 'কামাল পাশা', 'চন্দ্রগুপ্ত' ইত্যাদি। এই ক্লাবের কোন স্থায়ী মঞ্চ ছিল না।

১৯৪৫ সালে ওবায়দুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ফেনী কালচারাল সোসাইটি'।[১৩৪] এই সংস্থার প্রথম অভিনীত নাটক ছিল 'মীর কাসিম'। দর্শনীর বিনিময়ে এখানে নাটক মঞ্চস্থ হতো। জনাব ওবায়দুল হক এই সংস্থার নাট্য পরিচালক ছিলেন। ওবায়দুল হক রচিত 'ঋণ শোধ' নামক নাটকটি এই সংস্থা এ-সময় সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে।

নোয়াখালী জেলার বর্ধিষ্ণু অঞ্চল ছিল—লক্ষ্মীপুর। লক্ষ্মীপুরেও বিশ শতকের প্রথম থেকেই নাট্যচর্চার প্রচলন ছিল। এই চর্চা সংগঠিত রূপ নেয় ১৯১৫ সালে। ১৯১৫ সালেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাণী রঙ্গালয়'।[১৩৫] এই রঙ্গালয়ের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন—রজনী চক্রবর্তী, সুরেশ ব্যানার্জী, অশ্বিনী চৌধুরী প্রমুখ। রঙ্গালয়ের আটচালা স্থায়ী মঞ্চ ছিল। প্রত্যেক সপ্তাহেই নাটক মঞ্চস্থ হতো। একটি নাটক সাধারণতঃ পর পর তিনদিনের বেশী হতো না। রঙ্গালয়ের পিছনে কঞ্চির বেড়া দিয়ে মহিলাদের জন্য বসার পৃথক স্থান নির্ধারিত ছিল।[১৩৬]

বাড়ী বাড়ী চাঁদা তুলে নাটকের ব্যয় নির্বাহ করা হতো। সে-সময় একটি নাটকে ব্যয় হতো ৫০/৬০ টাকা। 'বাণী রঙ্গালয়'কে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে একটি শক্তিশালী নাট্য গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। রঙ্গালয়ে একসঙ্গে ৫০০/৬০০ ব্যক্তির বসার ব্যবস্থা ছিল। সংস্থার মঞ্চস্থ নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—'দেবলা দেবী', 'কর্ণার্জ্জুন', 'সীতা' ইত্যাদি। এই সংস্থা দীর্ঘদিন তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল।

নোয়াখালী শহরে ১৯২৩-২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'নোয়াখালী টাউন হল'কে কেন্দ্র করে একটি নাট্য গোষ্ঠী গড়ে ওঠে।[১৩৭] শহরের আইনজীবীগণই

সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শ্রী সুধীর বসু ছিলেন সংস্থার পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে এ-মঞ্চে নাটক অভিনীত হতো। সংস্থার মঞ্চস্থ নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল—'পথের শেষে', 'পরপারে', 'দেবলাদেবী', 'সীতা' ইত্যাদি। হিন্দু সম্প্রদায়ের কালী বাড়ীর সামনে ছিল এই মঞ্চটি। কালীবাড়ীর পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় ১৯৪৮-৪৯ সালে এই মঞ্চ ভেঙ্গে ফেলা হয়।

এ-সময়ই নোয়াখালীর স্কুল মাঠে অস্থায়ী মঞ্চে মাঝে মাঝে নাটক মঞ্চস্থ হতো।

নেত্রকোণা

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমায় নাটকের চর্চা বর্তমান ছিল। নেত্রকোণার প্রায় সর্বত্রই এমন কি গ্রামে গ্রামে পর্যন্ত নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। সাধারণতঃ শারদীয় অবকাশে নাটক মঞ্চায়ন হতো সর্বাধিক।

বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে রৌহাগ্রামে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। জমিদার সন্দেশ বাবু গ্রামবাসীদের নিয়ে নাটকাভিনয় করতেন। জমিদারী আয়ের একটি বড় অংশ তিনি নাটক মঞ্চায়ন এবং কুশলী শিল্পীদের জন্যে ব্যয় করতেন। স্থায়ী মঞ্চ না থাকলেও রৌহা জমিদার বাড়ীতে নিজস্ব দৃশ্যপট এবং মঞ্চ নির্মাণ সামগ্রী ছিল।

মদন থানার বাড়রী গ্রামে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রথম ভাগে স্থাপিত হয় 'এমেচার থিয়েটার পার্টি'।[১৩৮] পরবর্তীকালে এই গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'পল্লী নাট্য সমাজ'।[১৩৯] প্রতিবছরই সংস্থা দু'টি নাটক মঞ্চস্থ করতো। চার-এর দশকে এই গ্রামের কলেজ ছাত্ররা রবীন্দ্রজন্ম-তিথি উপলক্ষে মঞ্চস্থ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী'।[১৪০]

ডা. জগদীশ দত্ত, প্রমোদ চৌধুরী, বিমল রায়, মণি ধর, ডা. আবদুর রহমান প্রমুখের উদ্যোগে বিংশ শতাব্দীর তিন-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বান্ধব নাট্য সমাজ'।[১৪১] নেত্রকোণার নাট্য-চর্চায় বান্ধব নাট্য সমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

নেত্রকোণার কেন্দুয়া থানার নওপাড়াতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নওপাড়া নাট্য সমাজ'।[১৪২] ডা. শ্রীকান্তের বাসভবনে গোষ্ঠীর নিজস্ব স্থায়ী মঞ্চ ছিল। গোষ্ঠীর সঙ্গে যারা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন—তাঁরা হলেন ধীরেন্দ্র চক্রবর্তী, রমেশ গোস্বামী, মনোরঞ্জন বাগচী, মোহিনী সান্যাল, অখিল রায় প্রমুখ। এই গোষ্ঠীর মঞ্চসফল নাটক ছিল 'কেদার রায়'।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে আশুজিয়া ইউনিয়নের দুর্গাপুর গ্রামে ফণী চক্রবর্তী তাঁর নিজ বাসভবনে একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত করেন। ফণী চক্রবর্তী নাটকের জন্যে তাঁর সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে নিঃস্ব অবস্থায় মৃত্যু-বরণ করেন।

নেত্রকোণা শহরে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি সময় গড়ে ওঠে 'জুভেনাইল ড্রামাটিক এসোসিয়েশন'।[১৪৩] এই সংস্থা প্রতি বছর কমপক্ষে দু'টি নাটক মঞ্চস্থ করতো। সংস্থার নিজস্ব স্থায়ী মঞ্চ ছিল না; তবে এ-মহকুমারই শিল্পী সারদা রায়ের আঁকা দৃশ্যপট ছিল। এই সংস্থার যাঁরা শিল্পী ছিলেন, তাঁরা হলেন—অনাদি লাহিড়ী, পুলিন দত্ত, চিক্কনবাবু, হীরুবাবু, ডা. জিতেন চক্রবর্তী, রাজকুমার আইন, নিখিল বর্দ্ধন প্রমুখ।

তিন-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ড্রামাটিক এসোসিয়েশন'।[১৪৪] চার-এর দশক পর্যন্ত এই সংস্থা বেশ সক্রিয় ছিল। এই সংস্থার শিল্পী ছিলেন—মণিধর, বিমল সাধ্য, ধীরু চক্রবর্তী, বৌহার ছানাবাবু, উপেন্দ্র সাহা, সুরেন্দ্র সরকার প্রমুখ। নারী-ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে খ্যাতি ছিল গায়ক নিখিল সেনের।

১৯৩৯ সালে গঠিত সাংস্কৃতিক সংগঠন 'রিক্রিয়েশন ক্লাব'[১৪৫] নাটক মঞ্চায়নে অধিকতর সাফল্যের পরিচয় দেয়। এই সংস্থা ১৯৪০ সালে ডিগবয় অয়েল কোম্পানীর ধর্মঘটীদের সাহায্যার্থে দর্শনীর বিনিময়ে 'বেকার নাশক'[১৪৬] নামক নাটক মঞ্চস্থ করে।

পাবনা

উনিশ শতকের সাত-এর দশক থেকেই পাবনা জেলার বিভিন্ন স্থানে নাটক মঞ্চায়নের সংবাদ জানা যায়। পাবনার মালঞ্চী গ্রামে ১৮৭৩ সালে মঞ্চায়িত হয় 'সাবিত্রী'।[১৪৭]

বস্তুতঃ বিশ শতকে সমগ্র পাবনা জেলায় নাট্য-চর্চার প্রসার ঘটে। রাখাল রায়, বিনোদভূষণ রায়, গুরুদাস রায় প্রমুখের প্রচেষ্টায় ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বনমালী ইনস্টিটিউট'। এই ইনস্টিটিউটের স্থায়ী মঞ্চ ছিল। এই মঞ্চকে কেন্দ্র করেই পাবনায় নাট্য-চর্চার প্রসার ঘটে। আইনজীবী জগদীশচন্দ্র গুহ, ব্যবসায়ী ক্ষিতীশচন্দ্র চাকী প্রমুখ ব্যক্তি ছিলেন এ-সংস্থার প্রাণ। গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য মঞ্চস্থ নাটকগুলি ছিল—'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'দেবলাদেবী' বঙ্গেবর্গী', 'টিপু স্থলতান' ইত্যাদি।

পাবনার সিরাজগঞ্জ, বেড়া, বেলকুচি, চাটমহর, লাহিড়ী মোহনপুর ইত্যাদি স্থানেও নাটকের চর্চা ছিল।

ফরিদপুর

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে ফরিদপুরে নাট্য-চর্চা ও নাট্যসাহিত্য স্থষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়। সংগঠনগত দিক থেকে 'ফরিদপুর টাউন থিয়েটার্স'ই প্রথম স্থসংবদ্ধভাবে ফরিদপুরের নাট্য-চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

ফরিদপুর টাউন থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে। শিল্পকলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত একটি সংকলনে 'ফরিদপুর টাউন থিয়েটার্স'-এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭৩ বলে উল্লেখ করা হলেও তা তথ্যভিত্তিক নয়।[১৪৮] দিলীপ চক্রবর্তীর বক্তব্য অনুযায়ী ১৮৭০ সালে শহরের তৎকালীন প্রখ্যাত উকিল ও বিশিষ্ট জমিদার সঙ্গীতানুরাগী ও নাট্যশিল্পী শ্রী দিগম্বর সান্ন্যালের প্রস্তাবক্রমে এবং তৎকালীন প্রখ্যাত নাট্যশিল্পী ডা. শ্রী ধর দাশগুপ্ত, ডা. কৃষ্ণপ্রসন্ন গোস্বামী, জমিদার তারকনাথ গুপ্ত, শ্রী যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রমুখের সমর্থনে ও সমন্বয়ে গঠিত হয় 'ফরিদপুর টাউন থিয়েটার্স'।[১৪৯] গোষ্ঠীর জন্ম লগ্নে সদস্য ছিলেন—প্রিয়বন্ধু গুপ্ত, ক্ষিতীশ গোস্বামী, জিতেন চক্রবর্ত্তী, ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রমুখ।

ফরিদপুরে "স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ" প্রতিষ্ঠা-কল্পে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে উকিল প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফুলপুরের জমিদার দেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত, হরলাল মজুমদার, স্থরেন্দ্রনাথ রায়, ডা. সত্যরঞ্জন ঘোষ প্রমুখের প্রচেষ্টায় বেশ কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়। জমিদার দক্ষিণারঞ্জণ রায় চৌধুরী ও রমেশচন্দ্র রায় চৌধুরী "স্থায়ী মঞ্চে"র জন্যে ফরিদপুর শহরে জমি দান করলে ডা. অনাথ বন্ধু গুপ্ত, রেবতী সেন, বিজন কুমার সরকার, বসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রমুখের প্রচেষ্টায় ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে 'ফরিদপুর টাউন থিয়েটারে'র "স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ" প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ফরিদপুর টাউন থিয়েটার্স'-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক পৌরসভার চেয়ারম্যান সুরেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যুর পর (১৯৩০) ১৯৩২ সনে টাউন থিয়েটারের নামকরণ হয় 'সুরেন্দ্র মেমোরিয়াল হল'। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রূপান্তরিত 'পোষ্যপুত্র' নাটক মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে হলটির উদ্বোধন করা হয়।[১৫০]

খ্রীস্টপূর্ব ৩১৫ অব্দ থেকে লবণাক্ত দীর্ঘ বিল-বেষ্টিত কোটালীপাড়া ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ফরিদপুরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। উচ্চ বংশীয় ব্রাহ্মণদের বসবাসের জন্য কোটালীপাড়া ছিল বিখ্যাত।[১৫১]

নবাবী আমলেই দেড়আনি চৌধুরী বংশের জমিদার গঙ্গামোহন চৌধুরীর উদ্যোগে তাঁর নিজ ভবনে ভবভূতির 'উত্তররাম চরিত' মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে কোটালীপাড়া, মানেপাড়া, ডাহের পাড়া ইত্যাদি স্থানে নাট্য-চর্চার সূত্রপাত। এ-সব অঞ্চলে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা', 'বেণী-সংহার' ইত্যাদি নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশকে মদনপাড়ে প্রতিষ্ঠিত হয় 'সুহৃদ নাট্য সংঘ'। এই সংঘ 'রাজা হরিশচন্দ্র', 'পৃথ্বিরাজ', 'মেবার পতন', 'মিসর কুমারী' ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করে। সমসাময়িক কালে উনশিয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মধুসূদন নাট্যমন্দির'। কালীপদ তর্কাচার্যের নির্দেশনায় এই গোষ্ঠী মঞ্চস্থ করে 'দেবলাদেবী', 'বঙ্গেবর্গী', 'নারায়ন্ত', 'চন্দ্রগুপ্ত' ইত্যাদি। একই সময় ডহর পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ডহরপাড়া নাট্য সমিতি'। এই সম্প্রদায় 'কুরুক্ষেত্র' ইত্যাদি নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে পালং অঞ্চলে নাট্য মঞ্চায়নের প্রচলন ছিল। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে তুলাসার গ্রামের ক্ষেত্রনাথ সাহার প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'অপেরা পার্টি'। এই সংস্থা যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করে।

১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ফরিদপুরের 'ওয়েস্ট এণ্ড পাড়া ড্রামাটিক ক্লাব,' 'প্যারাডাইস ক্লাব', 'কিশোর নাট্য সমিতি', 'কমলাপুর নাট্য সঙ্ঘ', 'টেপাখোলা ড্রামাটিক ক্লাব', 'পূর্ব খাবাসপুর নাট্য সংস্থা' ইত্যাদি গোষ্ঠী ফরিদপুর তথা বাংলাদেশের নাট্য-চর্চায় এক বিশেষ অবদান রাখে।

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে ফরিদপুর-আলীপুর এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ফরিদপুর ড্রামাটিক ক্লাব'। গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশ চন্দ্র সেন, নগেন রায়, মোহিনী ঘোষ, হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, অমূল্যরতন মুখোপাধ্যায়, বিমল সেন, কৃষ্ণকিশোর গাঙ্গুলী, প্রিয়নাথ হাজরা, শৈলেন-সেন, প্রফুল্ল মজুমদার, অমূল্য দত্ত, রসিক রায় প্রমুখ। এই গোষ্ঠীও উল্লেখ-যোগ্য ঐতিহাসিক, পৌরাণিক এবং নক্সা জাতীয় নাটক মঞ্চস্থ করে।

বরিশাল

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্যায় থেকে বরিশালে নাট্য-চর্চার সূত্রপাত হয়। ১৮৫৬-৫৭ খ্রীস্টাব্দে বরিশালের তৎকালীন সরকারী ডা. দুর্গাদাস কর রচিত 'স্বর্ণ-শৃংখল' নাটক মঞ্চস্থ হয়।[১৫২]

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন :

> মফস্বলে প্রথম নাট্যাভিনয়ের গৌরব বোধ হয় বরিশালেরই প্রাপ্য। ১৮৫৬-৫৭ সনের কাছাকাছি তথায় 'স্বর্ণ-শৃংখল' নাটক অভিনীত হয়। প্রকৃতপক্ষে বরিশালে 'স্বর্ণ-শৃংখল' নাটকের অভিনয় হয় ১৮৬৯ সনের জুলাই মাসে।[১৫৩]

এ-সম্পর্কে "ঢাকা প্রকাশ"-এর সংবাদ নিম্নরূপ :

> বরিশালে নাটকাভিনয়। এই বরিশাল নগরে একটী নাটকাভিনয় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত স্বর্ণ-শৃংখল নামক নাটক অবলম্বন করিয়া এই অভিনয় কার্য্য সম্পাদিত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার দত্ত মহাশয় উহার একজন প্রধান অভিনেতা। অধিক গোল হইবে বলিয়া আহূত ব্যক্তিদিগের জন্য টিকেট করা হইয়াছিল। আমিও আহূত ব্যক্তিদিগের মধ্যে গৃহীত হইয়া অভিনয় স্থলে উপস্থিত ছিলাম।…নাটকখানিতে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেও সরকারী ডাক্তার রূপে বরিশালে অবস্থিতিকালে ডা. দুর্গাদাস কর-ই ইহা রচনা করেন। বরিশাল হইতে দুর্গাদাস বাবু ঢাকায় বদলি হন। তাঁহার সহকারী বৃন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৩ সনের জুলাই মাসে ঢাকায় নাটকখানি মুদ্রিত করেন। তিনি বিজ্ঞাপন

পত্রে লিখিয়াছেন—“প্রায় আট বৎসর অতীত হইল কতিপয় সহৃদয় বন্ধুর অনুরোধে অভিনয় করিবার নিমিত্ত বরিশালে এই নাটক লিখিত হয়।” ঢাকা। ১২৭০ সাল। তাং ৩০ আষাঢ়।[১৫৪]

নিখিল সেন ‘নাট্যাঙ্গনে বরিশাল’ প্রবন্ধে ডা. দুর্গাদাস করের নাটক মঞ্চায়নের তারিখ ১৮৬৯-এর জুলাই এবং রচনাকাল ১৮৬৩ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৫৫] বলাবাহুল্য, নিখিল সেন নাটকটির মুদ্রণ-কালকে রচনাকাল বলে উল্লেখ করেছেন। নিখিল সেন মঞ্চায়ন তারিখের ক্ষেত্রে ‘ঢাকা প্রকাশ’ অথবা ‘বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস’ অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে বরিশালে ডা. দুর্গাদাস করের ‘স্বর্ণ-শৃংখল’ নাটকের প্রথম মঞ্চায়ন কাল ১৮৫৬-৫৭ খ্রীস্টাব্দ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্ধৃত ‘ঢাকা প্রকাশের’ ৮ই আগস্ট ১৮৬৯ সনের সংবাদেই উল্লেখিত হয়েছে “প্রায় আট বৎসর অতীত হইল কতিপয় সহৃদয় বন্ধুর অনুরোধে অভিনয় করিবার নিমিত্ত বরিশালে এই নাটক লিখিত হয়।” তাহলে গ্রন্থে বিজ্ঞাপন অনুযায়ী নাটকটির রচনাকাল হয় ১৮৫৫। এ-সময় ডা. দুর্গাদাস কর বরিশালের সরকারী ডাক্তার ছিলেন। সুতরাং বলা যায় যে, বরিশালে নাটকটির পাণ্ডুলিপি আকারে প্রথম মঞ্চায়ন কাল ১৮৫৬-৫৭ এবং মুদ্রিত আকারে দ্বিতীয় মঞ্চায়ন ১৮৬৯ সালের জুলাই মাস।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্যায় থেকে বরিশালে নাট্য-চর্চার সূত্রপাত হলেও সাংগঠনিকভাবে সে-চর্চা আন্দোলনে রূপ নিতে পারেনি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক কিছু কিছু নাটক বিক্ষিপ্তভাবে মঞ্চস্থ হয়। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে ব্রজমোহন কলেজে প্রমথনাথ বিশীর “ঋণং কৃত্বা’ নাটকের অভিনয় হয়।[১৫৬]

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘বরিশাল নাট্য সংঘ’। এই সংঘ মঞ্চস্থ করে ‘মিসর কুমারী,’ ‘আলমগীর’, “ঋণং কৃত্বা’, ‘পথের শেষে’ ইত্যাদি।

১৯৩৭ সনে নির্মল পোদ্দারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘মিলন নাট্য সংঘ’।[১৫৭] এই গোষ্ঠীর অন্যান্য নিবেদিত-প্রাণ কর্মী ছিলেন—জ্যোতিপ্রকাশ রায়, মনা বোস, সুশীল সরখেল, সুনীল চৌধুরী, মাখন দাস, রাখাল কুণ্ডু, বিশ্বনাথ সাহা চৌধুরী, আনন্দ বণিক প্রমুখ। এই সংস্থা মঞ্চস্থ করে ‘দেবলাদেবী’, ‘কর্ণার্জ্জুন’, ‘টিপু সুলতান’ ইত্যাদি নাটক। একই সালে সিরাজুল হক,

সুলতান মিঞা, আবদুর রউফ প্রমুখের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বরিশাল ড্রামাটিক ক্লাব'।[১৫৮] এই ক্লাব বিভিন্ন সময় মঞ্চস্থ করে 'কংকাবতীর ঘাট', 'উদয়নালা', 'অভিযান', 'সিরাজদ্দৌলা', 'টিপু সুলতান', 'পোষ্যপুত্র', 'পথের শেষে' ইত্যাদি নাটক।

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'তরুণ ড্রামাটিক ক্লাব'। মোহাম্মদ রুস্তম আলীর নেতৃত্বে এ-গোষ্ঠীর প্রথম অভিনীত নাটক 'সিরাজদ্দৌলা'।

১৯৪০-এ বরিশালের বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ হয়—'নীল-দর্পণ', 'সধবার একাদশী', 'প্রফুল্ল', 'পথের শেষে', 'বিজয়া', 'রমা', 'ষোড়শী', 'মহেশ', 'পণ্ডিত মশাই', 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'পুনর্জন্ম', 'জমিদার-দর্পণ', 'বিসর্জন', 'হাসান-হোসেন', 'সোহরাব-রুস্তম', 'এজিদবধ', 'জয়নাল উদ্ধার', 'সিন্ধু-বিজয়', 'বংগ-বিজয়' ইত্যাদি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) প্রাক্কালে বরিশালে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ বরিশালের নাট্য-কর্মীগণ মঞ্চস্থ করেন 'সিরাজদ্দৌলা', 'টিপু সুলতান', 'মীর কাশিম', 'মহারাজ নন্দকুমার', 'ঈশা খান', 'চাঁদ রায়', 'কেদার রায়', 'প্রতাপাদিত্য', 'মেবার পতন', 'সাজাহান', 'শহীদ ক্ষুদিরাম', 'আগস্ট বিপ্লব', 'মহাবিদ্রোহ' ইত্যাদি।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার গণনাট্য সম্প্রদায় বরিশালে 'নবান্ন' মঞ্চস্থ করে। একই সালে কলকাতার অপর এক সম্প্রদায় মঞ্চস্থ করে 'সিরাজ-দ্দৌলা' এবং 'চরিত্রহীন'।[১৫৯]

১৯৪৬ সনে আবদুল মালেক খানের নির্দেশনায় এবং এ. বি. এম. জাহিদ হোসেন জাহাঙ্গীরের প্রযোজনায় 'জগদীশ থিয়েটারে' (বর্তমান কাকলী সিনেমা হল) মঞ্চস্থ হয় 'ঋণং কৃত্বা' ও 'মিসর কুমারী'। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন আবদুল মালেক খান, মেধা ঘোষ, আবদুর রাহাক, পরাণ মিঞা, সৈয়দ আলতাফ প্রমুখ।

ছোট ছোট ভূম্যাধিকারী এবং ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের নেতৃত্বে ১৯৪৬ সন পর্যন্ত বরিশালের ঝাউতলা, আলেকান্দা, কীর্তিপাশা, কলস কাঠী, মাধবপাশা, কামার কাঠী, মাহিলারা, উত্তর শাহবাজপুর, শ্যামের

হাট, মানপাশা, কুশংপল, খলিসা কোটা, উলানিয়া, বানরীপাড়া, রহমতপুর, গৈলা, গাভা, ঝালকাঠি ইত্যাদি স্থানে অসংখ্য নাটক মঞ্চস্থ হয়। উল্লেখিত স্থানে প্রথম পর্যায়ে মঞ্চস্থ হয়—'স্বর্ণ-শৃংখল', 'বিল্বমঙ্গল', 'জনা', 'শর্মিষ্ঠা', 'কর্ণার্জ্জুন', 'নৌকা বিলাস', 'পার্থ সারথি', 'বীণাপাণি,' 'শিশুপাল বধ', 'লব-কুশ', 'সীতাহরণ', 'কংস-বধ', 'তরণী সেন বধ', 'সীতা সাবিত্রী', 'রাবণ বধ' ইত্যাদি।

পটুয়াখালীতেও নাট্য-চর্চা বর্তমান। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই এ-অঞ্চলে নাট্য-চর্চা সাংগঠনিক রূপ নেয়। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পটুয়াখালী ড্রামাটিক ক্লাব'; এই গোষ্ঠী মঞ্চস্থ করে 'নীল-দর্পণ', 'রমা', 'ঋণং কৃত্বা', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মীর কাশিম' ইত্যাদি।

'পটুয়াখালী শহীদ স্মৃতি পাঠাগার' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৪ সনে। এই সংস্থা অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখযোগ্য নাটক মঞ্চস্থ করে।

বগুড়া

১৯০৫ সনে নবাব সৈয়দ আবদুস সোবহান চৌধুরী এবং তৎকালীন বগুড়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'এডওয়ার্ড ড্রামাটিক এসোসিয়েশন'।[১৬০] জি. এন. গুপ্ত ১৯০৮ সনে হলটির প্রভূত সংস্কার সাধন করেন।[১৬১] এডওয়ার্ড ড্রামাটিক এসোসিয়েশন ১৯০৫ থেকে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বগুড়ার নাট্য-চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। এই গোষ্ঠীর অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি ছিল—'প্রতাপসিংহ', 'নূরজাহান', 'সাজাহান', 'সিংহল বিজয়', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীর কাশিম', কৃষ্ণ-সুদামা', 'জনা', 'প্রফুল্ল', 'কর্ণার্জ্জুন', 'মেবার পতন', 'চিরকুমার সভা' 'কিন্নরী', 'মিসর কুমারী', 'সীতা', 'গৈরিক পতাকা', 'তটিনীর বিচার', 'মানময়ী গালর্স স্কুল', 'পি. ডব্লিউ., ডি.', 'দুই পুরুষ', 'টিপু সুলতান' ইত্যাদি।[১৬২]

ড্রামাটিক এসোসিয়েশনের সঙ্গে যেসব কর্মী-অভিনেতা যুক্ত ছিলেন—তাঁরা হলেন অন্তিম মজুমদার, ফণি সান্ন্যাল, মাখন মজুমদার, যতীন সেন, ডা. সুরেন সেন, আলা সরকার, শিবেন কুণ্ডু, হরমোহন দত্ত, ডা. যোগেন চৌধুরী, বজলুল বারী, মাহফুজুল বারী, আমজাদ হোসেন, আবদুল মতিন সওদাগর, আবদুল মোনেম খোন্দকার, রফিকুল ইসলাম, আবু মুসা, দবিরউদ্দিন,

জাহানারা লাইজু, রওশন আরা, আবদুল বারী উকিল, নলীন চক্রবর্তী, স্বরেন বোস, হেম ঘটক প্রমুখ।[১৬৩]

১৯৪২ সনে প্রতিষ্ঠিত 'ইউনাইটেড ফ্রেণ্ডস্ ক্লাব'[১৬৪] বগুড়ার নাট্য-চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

শাদলার জমিদার বাড়ীতে নাট্যমঞ্চ ছিল এবং সেখানে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত নিয়মিত নাটক অভিনীত হতো।

বগুড়ার শেরপুরও ছিল নাট্য-চর্চার একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রভূমি। শেরপুরের 'বিজয় থিয়েটার পার্টি', 'সরোজিনী থিয়েটার পার্টি', 'বান্ধব থিয়েটার', 'রোহিণী থিয়েটার' ইত্যাদি গোষ্ঠী ১৯৪৬ সন পর্যন্ত বাংলা-দেশের নাট্য-চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ জমিদার-প্রধান জেলা। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ময়মনসিংহ সদর মুক্তাগাছা, নাগরপুর, দুর্গাপুর ইত্যাদি স্থানে স্থানীয় জমিদার, উকিল, উঠতি ব্যবসায়ী এবং কিছু সংখ্যক ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের উদ্যোগেই নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে।

ময়মনসিংহ শহরে ১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'অমরাবতী নাট্যসমাজ।'[১৬৫] বস্তুতঃ অমরাবতী নাট্য সমাজকে কেন্দ্র করেই ময়মনসিংহে নাট্য-চর্চার প্রসার ঘটে। গৌরীপুর, মুক্তাগাছা ইত্যাদি স্থানের জমিদার, আইনজীবী, এবং নেতৃস্থানীয় শিক্ষকের প্রচেষ্টায় এ-গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। প্রথম পর্যায়ে এ-গোষ্ঠী জমিদার বিজয়কমল নিয়োগীর বাসভবনে স্টেজ বেঁধে নাটক মঞ্চস্থ করতো। শিল্পী রমেশ দাশ ছিলেন এই গোষ্ঠীর প্রাণ। জন্মলগ্নে 'বেহুলা' এবং 'আলীবাবা' গোষ্ঠী-অভিনীত মঞ্চ-সফল নাটক।

'অমরাবতী নাট্য সমাজের' স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণের জন্যে ১৯২৪ সালের ৩০শে নভেম্বর একটি কমিটি গঠিত হয়। রায় বাহাদুর শশধর ঘোষ সম্পাদক এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জে. আর. ব্লেয়ার এই কমিটির সভাপতি নির্বা-চিত হন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রমেশ দাশকে সবেতনে তিন মাসের ছুটি দেন স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণে অর্থ সংগ্রহের জন্যে। ১১ই অগ্রহায়ণ 'মাধব

রাও' নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে স্থায়ী মঞ্চের 'অমরাবতী নাট্যমন্দির' উদ্বোধন করা হয়।

'অমরাবতী নাট্য সমাজ' জন্মলগ্ন থেকে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ পর্যন্ত বহু সংখ্যক নাটক মঞ্চস্থ করেছে। গোষ্ঠী-মঞ্চস্থ উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হলো—'মাধব রাও', 'বঙ্গে বর্গী', 'সীতা', 'কর্ণার্জ্জুন', 'বেহুলা', 'চাঁদ সদাগর', 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীর কাশিম', 'ইরানের রাণী', 'মন্ত্রশক্তি', 'মিশর কুমারী', 'দেবলাদেবী', 'বিজয় নগর', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মহানিশা', 'পুরোহিত', 'ময়ূর মহল', 'মেবার পতন', 'পার্থ সারথি', 'বিল্বমঙ্গল', 'কুরুক্ষেত্র', 'পানিপথ' ইত্যাদি।

ময়মনসিংহ শহরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দু'দশকে শ্যামাপদ বসুর প্রচেষ্টায় 'আর্য থিয়েটার্স,[১৬৬] রজনী বাবুর উদ্যোগে ছোট বাজারে 'সুহৃদ নাট্য সমাজ',[১৬৭] ডা. অযোধ্যা সেন, সমরেন্দ্র আচার্য, সতী চক্রবর্তী প্রমুখের প্রচেষ্টায় জুবিলী ঘাটে 'বীণাপাণি ড্রামাটিক ক্লাব'[১৬৮] এবং আকুয়ায় ননীভূষণ সেন, নরেন্দ্র ভৌমিক, ডা. দীনেশ সেন, সুধেন্দ্র ভৌমিক, মদনমোহন দে, ভক্তিভূষণ সেন, ধীরেন্দ্র কুণ্ডু, শশীকান্ত দে, দেবেন্দ্র বিজয় নন্দী, খোকা সেন, পূর্ণ বৈরাগী, ওসমান গণি মহারাজ, প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত, রুকুনুদ্দিন, আবদুল কাদির, বিজয় ভট্টাচার্য প্রমুখের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'চপলা নাট্য সমাজ'।[১৬৯] তালুকদার ননীভূষণ সেনের মায়ের নামানুসারে এই সংস্থার নামকরণ করা হয়।

বিংশ শতাব্দীর তিন-এর দশকে রেলকর্মচারীদের চিত্ত-বিনোদনের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয় 'এল. পি. মিত্র ইনস্টিটিউট'।[১৭০] পরবর্তীকালে এর নামকরণ করা হয় 'সাইদুল হক রেলওয়ে ইনস্টিটিউট'। এই সংস্থা বিভিন্ন উৎসবে নাটক মঞ্চস্থ করতো।

সমসাময়িক কালেই ময়মনসিংহ শহরের অদূরে কেওয়াটখালি রেলওয়ে কলোনীতে রেল কর্মচারীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কেওয়াটখালী রেলওয়ে মঞ্চ'।[১৭১] এই সংস্থার অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো ছিল—'চাঁদের মেয়ে', 'পথের শেষে', 'কেরানীর জীবন' ইত্যাদি।

মুক্তাগাছায় 'মুক্তাগাছা এ্যামেচার থিয়েটার পার্টি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩০০ সনে।[১৭২] এই সংস্থা মুক্তাগাছার নাট্য-চর্চায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

১৩৫২ সনে রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরীর বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত হয় ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ 'ভূপেন্দ্র রঙ্গ-পীঠ'।[১৭৩] প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জমিদার-তনয় ভূপেন্দ্র কিশোর চৌধুরী। এই সংস্থার প্রথম অভিনীত নাটক 'রমা'।

মুক্তাগাছার বিভিন্ন মঞ্চে যেসব নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে সেগুলো হলো—'বিল্বমঙ্গল', 'সীতা', 'কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ', 'কর্ণার্জ্জুন', 'নরনারায়ণ', 'পাণ্ডব গৌরব', 'পার্থ সারথি', 'কারাগার', 'তরণী সেন', 'রাবণ বধ', 'চাঁদ সদাগর', 'নূরজাহান', 'মীর কাশিম', 'হায়দার আলী', 'মিসর কুমারী', 'মেবার পতন', 'পানিপথ', 'অহল্যাবাঈ,' 'বঙ্গে বর্গী' ইত্যাদি।

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে নাটকের চর্চা ছিল। জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী তাঁর বাসভবনে ১৩০০ সালের দিকে একটি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন।[১৭৪] এই মঞ্চে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক নাটকের পাশাপাশি উল্লেখ-যোগ্য সংখ্যক সামাজিক নাটকও মঞ্চস্থ হয়েছে।

বিশ শতকের চার-এর দশকে ব্রজেন্দ্রকিশোরের পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর চৌধুরী তাঁর বাসভবনের অদূরে কলকাতার স্টার থিয়েটারে অনুরূপ একটি মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন।[১৭৫] মঞ্চটি সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই কলকাতার শিল্পী দিয়ে 'সাজাহান' নাটকের অভিনয় করানো হয়। আর এ-অভিনয়ের মধ্য দিয়েই মঞ্চের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

বরদারঞ্জন রায়, মদন দত্ত, অমূল্য বসু, সীতাংশুমোহন চৌধুরী, সুবোধ ঘোষ, আসকার ইবনে শাইখ, আবদুল হাই মাশরেকী প্রমুখের প্রচেষ্টায় গৌরীপুরের ঈশ্বরগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয় 'করুণাময় নাট্য সমাজ'।[১৭৬] ১৯২৪ সালে কালীবাড়ী প্রাঙ্গণে এই গোষ্ঠীর স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ও মিলনায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঈশ্বরগঞ্জ অদূরবর্তী আঠারবাড়ী জমিদার বাড়ীতে একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ছিল। বিভিন্ন পর্বোপলক্ষে এ-মঞ্চে নাটক অভিনীত হয়েছে।

কৃষ্ণমোহন আইচ, উপেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী, সুরেন্দ্রচন্দ্র সাহা, কুমুদবন্ধু শীল বার্মা, মোহাম্মদ শাহ নেওয়াজ ভুঁইয়া, সিরাজুল ইসলাম খান প্রমুখের প্রচেষ্টায় ১৯২৭ সালে নান্দাইলে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নান্দাইল নাট্য সমাজ'।[১৭৭] বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই সংস্থা সহস্রাধিক নাটক মঞ্চস্থ করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে কিশোরগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কিশোরগঞ্জ নাট্য সমাজ'। ১৮৯২ সালে এই সংস্থার নিজস্ব স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ এবং মিলনায়তন নির্মিত হয়।[১৭৮] এই সংস্থার মঞ্চস্থ নাটকের অন্যতম ছিল— 'চন্দ্রগুপ্ত', 'টিপু সুলতান', 'হায়দার আলী', 'সাজাহান', 'পার্থ সারথি', 'মহারাজ নন্দকুমার' ইত্যাদি।

কিশোরগঞ্জের যশোদল, পাতুয়াইর, মসুয়া, চাইরপাড়া, বনগ্রাম, বাজিত-পুর, ইটনা, গাঙ্গাটীয়া, জঙ্গলবাড়ি, লতিফাবাদ, অষ্টগ্রাম ইত্যাদি স্থানে নাটকের চর্চা ছিল বলে জানা যায়।

যশোর

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই যশোরে নাট্য-চর্চা শুরু হয়। 'সংবাদ প্রভাকরের' তথ্যানুসারে ১৮৫৮ সনের ১লা জানুয়ারী যশোরের রাড়ুলি গ্রামে মঞ্চস্থ হয় 'শকুন্তলা' নাটক।[১৭৯]

যশোর পৌর এলাকার অন্তর্গত বেজপাড়ার নলিনী ও মুরারী গাঙ্গুলীর বাসভবনে 'নিউ আর্য থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ সনে। ১৮৯০ সনে অভিভূষণের বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত হয় সংস্থার স্থায়ী মঞ্চ। এই গোষ্ঠী দর্শনীর বিনিময়ে নাটক মঞ্চস্থ করতো।[১৮০]

ইতনায় রায় বাহাদুর রমেশচন্দ্র সেনের বাসভবনে ১৮৯৬ সালে একটি নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। জলধর চট্টোপাধ্যায়, অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রমুখ ব্যক্তি এই মঞ্চ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। জলধর চট্টোপাধ্যায় এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অধিকাংশ নাটক এ-মঞ্চে অভিনীত হয়।

সেন পরিবারের সঙ্গে মতানৈক্য উপস্থিত হওয়ায় অমৃতলাল বসু, অঘোর চন্দ্র, জলধর চট্টোপাধ্যায়, হরেন্দ্রনাথ ভদ্র প্রমুখের প্রচেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বারইপাড়া অরুণ বরুণ নাট্য গোষ্ঠী'।

সমকালেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'ব্যানার্জী ড্রামা সার্কল'। প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য জ্যোতির্ময় ব্যানার্জী, ডা. নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তি ছিলেন এই গোষ্ঠীর নিবেদিত-প্রাণ কর্মী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে এই গোষ্ঠীর যাত্রা শুরু।

মতানৈক্যের জন্যে জলধর চট্টোপাধ্যায় 'অরুণ বরুণ নাট্য গোষ্ঠি' ত্যাগ করে গড়ে তুললেন 'স্বর্ণকারপাড়া অভিনয় চক্র'। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—নলিনীকান্ত, গঙ্গাপদ, শেখ মমিনুদ্দিন, সরদার নূরুদ্দিন প্রমুখ। ১৯২০ সাল পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল।

সরদার নূরুদ্দিনের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে 'হিন্দু-মুসলিম ড্রামা এসোসিশেন'। এই গোষ্ঠীর অন্যান্য কর্মী ছিলেন—গঙ্গাপদ, নলিনীকান্ত বসু প্রমুখ।

বি. শিকদারের সভাপতিত্বে ১৯৩০ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইতনা মুসলিম এসোসিয়েশন'। নূরুদ্দিন আহমদ ও শেখ বজলার রহমান ছিলেন এই গোষ্ঠীর অন্যতম সংগঠক। এই সংস্থা মঞ্চস্থ করে 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান', 'নূরজাহান' ইত্যাদি।

১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পাঁজিয়া নাট্য সমাজ'। এই গোষ্ঠী সমকালে জনপ্রিয় ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক মঞ্চস্থ করে।

যশোর সদরে 'করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১২ সালে। ক্লাবের মঞ্চস্থ নাটকের অধিকাংশই ঐতিহাসিক।

'যশোর ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৭ সালে। স্বর্ণ-ব্যবসায়ী এম. বি. সরকার এই সংস্থার জন্য মিলনায়তনসহ একটি মঞ্চ নির্মাণ করে দেন। তাঁর পিতার নামানুসারে মঞ্চটির নামকরণ করা হয় 'বি. সরকার মেমোরিয়াল হল'। 'দিগ্বিজয়' নাটক মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে এই মঞ্চের উদ্বোধন করা হয়। কিছুকাল পর এই মঞ্চটিকে ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চে রূপান্তরিত করা হয়। 'যশোর ইনস্টিটিউট যশোর তথা বাংলাদেশের নাট্য-চর্চায় এবং চর্যায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

১৯২৩ সালে বলাই মুখোপাধ্যায় প্রমুখের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'টাউন ক্লাব'। এই ক্লাব যশোরের নাট্য-চর্চায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

বিংশ শতাব্দীর তিন-এর দশকে স্থাপিত হয় 'যতীন্দ্রমোহন সেন ক্লাব' এবং 'চিত্তরঞ্জন ক্লাব'। এ-দু'টি ক্লাব শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনস্পর্শী নাটক মঞ্চায়নে সবিশেষ যত্নবান ছিলেন।

১৯৩৫ সালে বেজপাড়ায় 'শিল্পতীর্থ সংঘ' নামে একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠান বেশ কিছু নাটক মঞ্চস্থ করে।

১৯৩৪ সালে 'ললিতমোহন স্মৃতি নাট মন্দির' প্রতিষ্ঠিত হয়। টিনশেড অডিটরিয়াম সম্বলিত পাকা মঞ্চটিতে বহুসংখ্যক নাটক মঞ্চস্থ হয়।

চার-এর দশকে যশোরের নাট্য-চর্চায় 'মধুচক্র হল' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। কলকাতার প্রখ্যাত অভিনেতা ভোলা ঘোষ এ-মঞ্চে মঞ্চায়িত ঐতিহাসিক নাটকে অভিনয় করে যশোরের জনমনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এ-ছাড়া এ-সময় কলকাতার 'রঙ্‌মহল', 'মিনার্ভা এবং 'গণনাট্য সংঘের' ছবি বিশ্বাস, বাণীবালা, রতিন বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, বিজন বোস, শম্ভু মিত্র প্রমুখ নাট্য-ব্যক্তিত্ব অভিনয় করেন 'পি. ডব্লিউ. ডি.', 'তটিনীর বিচার', 'মানময়ী গার্লস স্কুল', 'নবান্ন' ইত্যাদি নাটকে।

ঝিনাইদহে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রতিষ্ঠিত হয় 'করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব'।[১৮১] এই গোষ্ঠী 'সাজাহান', 'মানময়ী গার্লস স্কুল' ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করে।

রংপুর

রংপুরের নাট্য-চর্চার ইতিহাস দীর্ঘকালের। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে 'রংপুর নাট্য সমাজ বা রংপুর ড্রামাটিক এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৮২] জেলা প্রশাসক স্ক্রাইন-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এ-নাট্যশালা গড়ে ওঠে। নাট্যশিক্ষক ছিলেন তারাপ্রসন্ন সান্ন্যাল। রংপুরে অবস্থানরত অর্দ্ধেন্দুশেখর ছিলেন প্রধান অভিনেতা। ১৯১০ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় রংপুর নাট্য সমাজের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ।[১৮৩] ডি. এল. রায়ের 'সাজাহান' নাটক মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে এ-মঞ্চের দ্বারোদ্‌ঘাটিত হয়। উক্ত স্থায়ী মঞ্চের প্রতিষ্ঠকাল নিয়ে অবশ্য মতভেদ বর্তমান।[১৮৪]

রংপুরে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৬ সনের মার্চ মাসে। এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।[১৮৫] সম্মেলন উপলক্ষে 'সাজাহান' নাটকের পুনরাভিনয় হয়।

রংপুর নাট্যসমাজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৩৯ সন পর্যন্ত কালসীমায় নাট্যসমাজ মঞ্চে মঞ্চস্থ হয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'পাণ্ডব গৌরব', 'নজা',

'প্রফুল্ল'; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পরপারে', 'মেবার পতন'; অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৫-১৯৩৪) 'কর্ণার্জ্জুন' (১৯২৩), তারক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সরলা' প্রভৃতি। এ-ছাড়াও মঞ্চস্থ হয় 'বঙ্গেবর্গী'; 'মিসর কুমারী', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'টিপু সুলতান', 'আলমগীর', 'রাষ্ট্র বিপ্লব' প্রভৃতি। রংপুরের নাট্যকার প্রবোধ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রজাপতির নির্বন্ধ', শরৎচন্দ্রের 'পল্লী সমাজ', 'দেনাপাওনা', গৃহদাহ', 'দত্তা' প্রভৃতি উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন। রূপান্তরিত নাটকগুলি রংপুর নাট্য সমাজের মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়।

১৯২৯ সনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন হয় রংপুরে। অধিবেশন উপলক্ষে সাং‍্তিক পর্বে মঞ্চস্থ হয় 'দত্তা'। এই অনুষ্ঠানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু উপস্থিত ছিলেন।[১৮৬]

রংপুর নাট্যসমাজ ১৯৩৯ সন পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষে এই গোষ্ঠীর নাট্য-তৎপরতা স্তিমিত হয়ে আসে।

'মাহিগঞ্জ নাট্য সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩০ সনের ২৫শে ডিসেম্বর।[১৮৭] সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সভাপতি প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদক প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী। পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মৈত্র এবং তাজহাটের রাজা গোপাল রায় ছিলেন অন্যতম। ১৯৩০ সন থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অভিনীত নাটক ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন', 'শোধবোধ', রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল', 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি।

তাজহাট রাজবাড়ীতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রতিষ্ঠিত হয় 'প্রসাদ নাট্য সমিতি'।[১৮৮] রাজবাড়ীর এই সম্প্রদায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নিশিকান্ত বসু রায়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের নাটক মঞ্চস্থ করে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই নীলফামারীতে নাট্য-চর্চা বর্তমান। রংপুর জেলার মহকুমা শহর নীলফামারী হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে নাটক মঞ্চস্থ হয়।[১৮৯]

এ-সময়ই নীলফামারীতে আর একটি নাট্য-গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। জগবন্ধু ঘটক, ললিতমোহন মুকুট মনি, সুরেন্দ্রনাথ তরফদার প্রমুখের প্রচেষ্টায়

প্রতিষ্ঠিত হয় 'লিলি থিয়েটার'।[১৯০] লিলি থিয়েটারের প্রযোজনায় উল্লেখ-যোগ্য মঞ্চস্থ নাটকগুলি হলো—'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মারাঠা মোগল', 'কেদার রায়', 'আলমগীর', 'বঙ্গেবর্গী', 'বিল্বমঙ্গল', 'আলীবাবা', 'কিন্নরী', 'শ্রীদুর্গা' প্রভৃতি। এ-সব নাটক 'লিলি থিয়েটার' গোষ্ঠীর উদ্যোগে এবং দেবনাথ কুণ্ডুর আর্থিক সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত 'দীপালী থিয়েটার হল' মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়।

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নীলফামারী টাউন ক্লাব'।[১৯১] এই ক্লাব নীলফামারী তথা সমগ্র রংপুর জেলার নাট্য-চর্চায় বিশেষ অবদান রাখে। 'নীলফামারী টাউন ক্লাব' যেসব নাটক মঞ্চস্থ করে সেগুলির মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হলো—'বিশ বছর আগে', 'দেবদাস', 'ঋণং কৃত্বা', 'পি. ডব্লিউ. ডি.' 'মাটির ঘর', 'পথের শেষে', 'কেরানীর জীবন', 'ক্ষুধা', 'স্মাগলার', 'কালিন্দী', 'বিপ্রদাস', 'বিজয়া', 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি।

১৯১১ সনের ১২ই ডিসেম্বর গাইবান্ধায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'জর্জ করোনেশন ড্রামাটিক এ্যাসোসিয়েশন'।[১৯২] এই সংস্থা ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শতাধিক নাটক মঞ্চস্থ করে। এগুলি ছিল প্রধানত ঐতিহাসিক, পৌরাণিক এবং সামাজিক নাটক। এই গোষ্ঠীর নিজস্ব শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন—মোহিনী-মোহন বক্শী, ধীরেন্দ্রনাথ রায়, ডা. সাখাওয়াত হোসেন, মণীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখ।

সৈয়দপুরেও নাট্য-ঐতিহ্য লক্ষণীয়। ১৯১১ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিউ ইউনিয়ন মিউজিক্যাল ক্লাব'; পরবর্তীতে এই সংস্থার নামকরণ করা হয় 'সৈয়দপুর শিল্প সাহিত্য সংসদ'। এই সংসদের ১৯৪৭ সন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য মঞ্চস্থ নাটকগুলি হলো—'বঙ্গেবর্গী', 'মোগল পাঠান', 'সিরাজদ্দৌলা', 'টিপু সুলতান', 'কেরানীর জীবন', 'ছেঁড়া তার' প্রভৃতি।

জমিদার অনাথ বন্ধু রায় চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতি-ষ্ঠিত হয় 'সৈয়দপুর ড্রামাটিক ক্লাব'। এই গোষ্ঠীর প্রথম অভিনীত নাটক 'সাজাহান'। সৈয়দপুরের নাট্য-চর্চায় ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই গোষ্ঠী বিশিষ্ট অবদান রাখে।

সমসাময়িককালে সৈয়দপুরে আর একটি নাট্যগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। সৈয়দপুরে অবস্থানরত খুলনা-যশোরের রেল-কর্মচারীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত

হয় 'খুলনা-যশোর ড্রামাটিক ক্লাব'। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন যশোরের রেল কর্মচারী শ্রী রসময় মিত্র। বাঙ্গালী পাড়ায় টিনের ঘরে অস্থায়ী মঞ্চে এই গোষ্ঠীর নাটক অভিনীত হতো।

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে নীলফামারীর জলঢাকা নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জলঢাকা থিয়েটার'।[১৯৩] এই গোষ্ঠী 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত' ইত্যাদি নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে।

সৈয়দপুরের অপর নাট্যগোষ্ঠী 'নাট্যচক্র' প্রতিষ্ঠিত হয় বিংশ শতাব্দীর চার-এর দশকে। সমাজ-সচেতন নাটক মঞ্চায়নের জন্যে এই গোষ্ঠী বিশেষ পরিচিত ছিল। নূর মোহাম্মদকে ('৭১-এর যুদ্ধে শহীদ) কেন্দ্র করে এই গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড আবর্তিত। সম্প্রদায়ের সভাপতি ছিলেন আমিনুল হক ('৭১-এর যুদ্ধে শহীদ)। গোষ্ঠীর অন্যতম কর্মী-নাট্যকার আতিয়ার রহমানের ('৭১-এর যুদ্ধে শহীদ) জনপ্রিয় নাটক 'পঙ্কজ' নাট্যচক্রের উদ্যোগে একাধিকবার মঞ্চস্থ হয়। 'নাট্যচক্র' প্রযোজিত অন্যান্য নাটক ছিল 'মুচি', 'স্ট্রীটবেগার', 'বাঙ্গালী' ইত্যাদি। প্রাগ্রসর সমাজ-চেতনায় পুষ্ট 'নাট্যচক্র' সৈয়দপুরে প্রগতিশীল নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

লালমনিরহাট এবং কুড়িগ্রামে ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্যায়ে নাট্যচর্চার সূত্রপাত। রেলওয়ে কর্মচারীদের চিত্তবিনোদনের জন্যে লালমনিরহাটে প্রতিষ্ঠিত হয় ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ 'পিয়ার্স ইনস্টিটিউট'। এই ঘূর্ণায়মান মঞ্চে 'কর্ণার্জ্জুন', 'সিরাজদ্দৌলা' ইত্যাদি নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই ইনস্টিটিউটের পরিবর্তিত নাম হয় 'এম. টি. হোসেন ইনস্টিটিউট'।

কুড়িগ্রামের ভিতরবন্দ ও উলিপুরের জমিদার বাড়ীর নাট্যমঞ্চে নাটক মঞ্চস্থ হতো।[১৯৪] এ-সব স্থানে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চস্থ হতো।

রাজশাহী

১৮৭৩ সালের জুলাই মাসে কলকাতার 'ন্যাশনাল থিয়েটার' রাজশাহীর দিঘাপতিয়ার রাজকুমার প্রমদানাথ রায়ের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে চার রাত ধরে অভিনয় করে।[১৯৫] ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'ন্যাশনাল

থিয়েটারে'র এ-অভিনয় দেখেছিলেন। পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এ-সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লেখেন।[১৯৬] অর্দ্ধেন্দুশেখরের অপ্রকাশিত বিবৃতিতেও এ-তথ্যের সত্যতা মেলে।[১৯৭]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে রাজশাহী শহর তথা সমগ্র রাজশাহী জেলার নাট্য-চর্চায় বিশেষ অবদান রাখে দু'টি নাট্যশালা—এক. 'গোপাল রায় নাট্যশালা', দুই. 'ভিক্টোরিয়া রঙ্গমঞ্চ'। বোয়ালিয়া মহল্লায় গোপালচন্দ্র রায় নিজ ব্যয়ে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। 'ভিক্টোরিয়া রঙ্গমঞ্চ' প্রতিষ্ঠিত হয় স্থানীয় শিল্পানুরাগীদের দ্বারা। এই মঞ্চের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমদানাথ রায়। মঞ্চটি 'প্রমদানাথ টাউন হল' হিসেবেও পরিচিত ছিল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজশাহী শহরে আরও কিছু নাট্য-সংস্থার জন্ম হয়। সংস্থাগুলো হল—'স্মৃতি রঙ্গ-মঞ্চ', 'মেরী ড্রামাটিক ক্লাব,' 'রাণীবাজার ড্রামাটিক ক্লাব', 'সিটি ড্রামাটিক ক্লাব', 'সাগর পাড়া ক্লাব', 'হেতেম খাঁ ড্রামাটিক ক্লাব' ইত্যাদি। এ-সব গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে যে-সব নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে, সে-গুলির অন্যতম হলো—'সীতা', 'সাবিত্রী' 'রঘুবীর', 'কর্ণার্জ্জুন', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'চাঁদ সওদাগর', 'কেদার রায়' 'সিরাজদ্দৌলা', 'আলমগীর', 'কারাগার', 'বাহাদুর শাহ', 'নীল-দর্পণ', 'মন্ত্রশক্তি', 'পথের শেষে', 'প্রফুল্ল', 'তটিনীর বিচার', 'মাটির ঘর', 'রমা' ইত্যাদি।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরীমোহন সান্ন্যাল, স্থরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রমথনাথ রায় প্রমুখের প্রচেষ্টায় ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নওগাঁ করোনেশন হল সোসাইটি'। এই গোষ্ঠী মঞ্চস্থ করে 'দেবলা দেবী', 'মেবার পতন', 'প্রফুল্ল', 'পোষ্যপুত্র', 'ইরাণের রাণী' 'আলমগীর', 'কর্ণার্জ্জুন', 'মন্ত্রশক্তি', 'মিশর কুমারী', 'বিল্বমঙ্গল', 'কারাগার' ইত্যাদি।

'এলাইড ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩০ সালে। এই গোষ্ঠী চার-এর দশকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত মঞ্চস্থ করে 'সিরাজদ্দৌল্লা', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'আলমগীর', 'কেদার রায়' ইত্যাদি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর চার-এর দশক পর্যন্ত নাট্য-চর্চা এবং নাটকের ধারায় ছোট ছোট ভূম্যাধিকারী, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ

ব্যবসায়ী, স্কুলের হেডমাস্টার ও কলেজের অধ্যক্ষ, শহরের প্রভাবশালী উকিল একত্রিত হয়ে নাটক মঞ্চস্থ করেছেন—প্রতিষ্ঠা করেছেন বিভিন্ন নাট্য-সংস্থা—সৃষ্টি করেছেন নাটক। বড় বড় ভূম্যাধিকারীর অধিকাংশই পাড়ি জমাতেন কলকাতার বাগানবাড়ীতে।[১৯৮]

এ-ধারা বাংলাদেশের সকল জেলাতেই বর্তমান। অভিনীত নাটকের অধিকাংশ হিন্দু পুরাণ-ভিত্তিক। দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিনীত হয় ঐতিহাসিক নাটক। শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে হিন্দু জমিদার, উচচ মধ্যবিত্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের নেতৃত্বদান এ-সব নাটক মঞ্চায়নের অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করা যায়। এ-ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাবকেও অস্বীকার করা যায় না। উন্মেষ যুগে জীবন-জটিলতা, সম্পদের অসম বণ্টনজনিত শ্রেণী-সচেতনতা ও ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব সমাজে দুর্লক্ষ্য প্রায়।

দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখা, মহিলা প্রযোজনায় নাটক মঞ্চায়ন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশ এবং সর্বোপরি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বা উচচ বিত্তের হাতে নেতৃত্ব থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে নাট্য-আন্দোলন গড়ে ওঠেনি—সৃষ্টি হয়নি অধিক সংখ্যক শিল্পমূল্য-সম্পন্ন নাটক। ঢাকার থিয়েটার সম্পর্কে 'ঢাকা থিয়েটারের' অনন্য ব্যক্তিত্ব জমিদার ব্রজগোপাল দাসের উক্তি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

> পাশ্চাত্যের নকল থিয়েটারের পটভূমি কলকাতা। আর কলকাতার নকলের পটভূমি ছিল ঢাকার থিয়েটার। এ ব্যাপারে এখানে মৌলিকত্ব বলতে কোন কিছুই ছিল না। না জেনে না বুঝে নকল। পরিকল্পনা, মঞ্চ স্থাপত্য—এ সবের কোন ধার ধারা হত না। নকলের নকল যা হয় তাই।
>
> ...ছিল সখীর পার্ট, গানের প্রাচুর্য। ছিল না সমাজ দায়িত্ববোধ, পারিবারিক জীবনই ছিল নাটকের প্রধান উপজীব্য।...এন্টারটেইন-মেন্ট ভ্যালু—এটাই ছিল মূল কথা। ভাল প্রোডাকশন হলে দর্শকরা তার মধ্যেই নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলত।[১৯৯]

ব্রজগোপাল দাসের এ-উক্তি আংশিকভাবে গ্রহণ করা যায়—সার্বিকভাবে নয়। কারণ ঢাকা শহরে ব্যাপক না হলেও কিছু কিছু সমাজ ও জীবনধর্মী নাটক অভিনীত হয়েছে—যা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মানব-সৃষ্ট ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষ সমাজজীবনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। সৃষ্টি হয় সংশয়, নৈরাজ্য, আবেগ-বিদ্রোহ, নিঃস্বতা-ক্ষয়। চরম অবনতি ঘটে মানবিক মূল্যবোধের। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান আন্দোলন। ১৯৪৭ সনে ইংরেজ শাসনাবসানে উপমহাদেশের স্বাধীনতা লাভ ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৬-৪৭ সনের পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং পূর্ব-বাংলা থেকে হিন্দুসম্প্রদায়ের ব্যাপক দেশত্যাগের ফলে এ-দেশের সাহিত্য শিল্পাঙ্গনে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নাট্য-চর্চা ও সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস এ-যাবৎ ছিল সীমাবদ্ধ। আর এ-সীমিতরূপ মুসলিম সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি এবং শিক্ষা-অভাবজাত।

কিন্তু তবুও ঢাকা শহর, মফঃস্বলের অন্যান্য জেলা শহর, মহকুমা—এমনকি গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতি-মনস্ক মানুষের উল্লেখযোগ্য নাটক মঞ্চায়ন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নাটক মঞ্চায়নে হিন্দু সম্প্রদায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও মুসলমান সম্প্রদায় ব্যাপক না হলেও তাঁরাও যে সংস্কৃতি-সচেতন ছিলেন—তার প্রমাণ মেলে ঢাকার নাট্যাঙ্গনে নাটক মঞ্চায়নের ধারায়।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর চার-এর দশক পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের নাট্য-চর্চা ও নাটকের ধারায় কারিগরী, উপস্থাপনা, নাট্য-পরিকল্পনা অথবা কৌশলে এবং নাটকের আঙ্গিক-নিরীক্ষায় অভিনবত্ব না থাকলেও ঢাকার নাট্যকার ব্রজগোপাল দাসের রূপক নাটক 'মেশিন ও মানুষ', রণেশ দাশগুপ্তের 'আমন ধান', 'ওরা ঘর বাঁধতে চায়' ইত্যাদির মত সমাজ ও জীবন-চেতনাবাহী নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। নাট্যচর্চা ও সৃষ্টিতে এই চেতনা সাতচল্লিশ-পরবর্তী পর্যায়ে ক্ষীণ হলেও দুর্লক্ষ্য নয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর একটি নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এবং ক্রমান্বয়ে ঐ শ্রেণীর ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ঘটে সাতচল্লিশ-পরবর্তী পূর্ব-বাংলার নাট্য-চর্চা ও সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে।

তথ্যসঙ্কেত

১ বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : অমল মিত্র, "কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়", প্রকাশভবন, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৭৪

২ দ্রষ্টব্য : হায়াৎ মামুদ, 'গেরাসিম স্তেপানভিচ্ লিয়েবেদেফ্', "উত্তরাধিকার" মনজুরে মওলা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ১ম–৩য় সংখ্যা, ঢাকা,জানুয়ারী–মার্চ ১৯৮৩, পৃ. ৩১ এবং এডওয়ার্ড রেজিনিস্কি, 'গেরাসিম লেবেডেফ', সৈয়দ আকরম হোসেন অনূদিত, "সাহিত্য পত্রিকা", আহমদ শরীফ সম্পাদিত, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শীত ১৩৭৬, পৃ. ১৯৪–২০২

৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস", ৫ম সং, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, চৈত্র ১৩৮৬, পৃ. ১৩

৪ "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস", পৃ. ২০

৫ ঐ, পৃ. ২১

৬ "প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর উদ্যোগে বাংলা নাটকের অভিনয় এই নাট্যশালাতেই সর্বপ্রথম হয়। এই নাট্যশালায় বৎসরে চার–পাঁচটি করিয়া বাংলা নাটকের অভিনয় হইত।" ঐ, পৃ. ২১

৭ ঐ, পৃ. ৩৯

৮ "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস", পৃ. ৬২

৯ বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : Ahmed Hasan Dani, "Dacca : A Record of its Changing fortunes", Dacca, 1962, pp. 28–54

১০ শিশিরকুমার বসাক, 'ঢাকার নাট্যশালার আদি ইতিহাস', "দৈনিক আজাদ", ঢাকা, ১০ই অক্টোবর ১৯৬৪

১১ সৈয়দ মুর্তাজা আলী, "উনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকায় নাট্য আন্দোলন', "সাহিত্য পত্রিকা", নীলিমা ইব্রাহিম সম্পাদিত, বাংলা' বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সপ্তদশ বর্ষ : ২য় সংখ্যা, ১৩৮০, পৃ. ৩৪

১২ "Our native friends entertain themselves with occasional theatrical performances and the 'Nel Darpan' was acted on one of these occasions." ঢাকাস্থ সংবাদদাতা, "হরকরা", ১২ই জুন ১৮৬১, উদ্ধৃত : সৈয়দ মুর্তাজা আলী, পূর্বোক্ত, পৃ, ৩৪

১৩ শিশিরকুমার বসাক, "ঢাকার নাট্যশালার আদি ইতিহাস', "দৈনিক আজাদ", ঢাকা, ১০ই অক্টোবর ১৯৬৪

১৪ দ্রষ্টব্য : 'ঢাকার নাট্যশালার আদি ইতিহাস', পূর্বোক্ত ; এবং "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ১৬ই জুলাই ১৮৭৩ ও ২৮শে নভেম্বর ১৮৮৫

১৫ "অমৃতবাজার", কলিকাতা, ১৮ই মার্চ ১৮৭২, উদ্ধৃত : "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

১৬ "অমৃতবাজার", কলিকাতা, ৪ঠা এপ্রিল ১৮৭২

১৭ মুনতাসীর মামুন "উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার" গ্রন্থে (বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৭৯, পৃ. ১৩ দ্রষ্টব্য) সম্ভবতঃ অনবধানতা এবং অন্যমনস্কতার কারণে রঙ্গভূমির সংস্কার কাল ১৮৬৪ এবং চাঁদা সংগ্রহের সিদ্ধান্তকে চাঁদা তোলা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে "ঢাকা প্রকাশ'-এর সংবাদ ছিল নিম্নরূপ :

"পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি গৃহের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি গত বুধবারের সভায় অবধারণ করিয়াছেন যে, ৮000 টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া উক্ত গৃহের জীর্ণ সংস্কার করা হইবে এবং পুনরায় তথায় একখানি নাটকের অভিনয় হইবে। অভিনয়ার্থ উত্তরচরিত নাটক মনোনীত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি গৃহটি ঢাকার টাউন হল, অধিকাংশ-সভাসমিতিই তথায় অধিবিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা রক্ষা-করার চেষ্টা হইতেছে বলিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।" "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ১৬ই বৈশাখ ১২৯১ ; ২৭ শে এপ্রিল ১৮৮৪, ২৪ শ ভাগ ৭ম সংখ্যা, পৃ. ৮০

১৮ দ্রষ্টব্য : "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ১৬ই জুলাই ১৮৭৩

১৯ শিশিরকুমার বসাক, পূর্বোক্ত, ঢাকা, ১০ই অক্টোবর ১৯৬৪

২০ শিশিরকুমার বসাক, পূর্বোক্ত, ঢাকা, ১০ই অক্টোবর ১৯৬৪

২১ ঐ

২২ ঐ

২৩ ঐ

২৪ ঐ

২৫ ঐ

২৬ "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ২৪ শে জুলাই ১৮৮১

২৭ শিশিরকুমার বসাক, পূর্বোক্ত, "দৈনিক আজাদ", ঢাকা, ১০ই অক্টোবর ১৯৬৪

২৮ "ভারত মাতার গীতি নাটকাভিনয়—গত সোমবার স্বায়ত্তশাসন উপলক্ষে ঢাকায় যে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, সেই সভায় অভিনীত হইবার জন্যই এই সময়োচিত গীতিনাটক সংরচিত হইয়াছে। বাবু রামচন্দ্র চক্রবর্তী ও বাবু কেদারনাথ ঘোষ ইহার রচয়িতা এবং বাবু গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত ও বাবু মদনমোহন বসাক

ইহার শিক্ষাদাতা। সভার দিন বহুলোকের সমাগম হেতু অভিনেতৃগণ অভিনয় প্রদর্শনে বিরত থাকেন। পরে গত বুধবার রজনীতে তাহার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ৩০শে জুলাই ১৮৮২

২৯ "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ২৪ শে জুলাই ১৮৮১

৩০ শিশিরকুমার বসাক, পূর্বোক্ত।

৩১ ঐ

৩২ ঐ

৩৩ "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ৫ই আগস্ট ১৮৮৮। মুনতাসীর মামুন তাঁর গ্রন্থে (দ্র. 'উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫) 'নবাবপুর ইলিশিয়ান থিয়েটার'-এর নাম 'নবাবপুর ইলিশিয়াম থিয়েটার' বলে উল্লেখ করেছেন। সৈয়দ মুর্তাজা আলীও তাঁর নিবন্ধে (দ্র. উনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকায় নাট্য আন্দোলন', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮) 'ইলিশিয়ান' উল্লেখ করেছেন—যা যথার্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে সৈয়দ মুর্তাজা আলী 'ইলিশিয়ান থিয়েটার' সম্পর্কে যে-সকল তথ্য পরিবেশন করেছেন—তা শিশিরকুমার বসাকের নিবন্ধেরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

৩৪ শিশিরকুমার বসাক, পূর্বোক্ত।

৩৫ ঐ

৩৬ ঐ

৩৭ "ঢাকায় আর একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দক্ষিণ মৈশুণ্ডীতে তথাকার শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন সাহা ও মণিমোহন সাহার উদ্যোগ ও অর্থ ব্যয়ে 'সনাতন নাট্য সমাজ' নামে ঐ নাট্যশালা গঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি তথায় প্রহ্লাদ চরিত্র নামক একখানি নাটক বিরচিত হইয়া অভিনয় হইতেছে।" "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ৬ই জানুয়ারী ১৮৮৯

৩৮ শিশিরকুমার বসাক, পূর্বোক্ত, "দৈনিক আজাদ", ঢাকা, ১৭ই অক্টোবর ১৯৬৪

৩৯ ঐ

৪০ "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ১১ই আগস্ট ১৮৮৯

৪১ শিশিরকুমার বসাক, পূর্বোক্ত, "দৈনিক আজাদ", ঢাকা, ১৭ই অক্টোবর ১৯৬৪

৪২ "অত্রত্য পাটুয়াটুলিস্থ ক্রাউন থিয়েটার মধ্যযোগে চৈতন্যলীলা অভিনীত হইয়া পুনরায় পূর্ণচন্দ্র নাটক অভিনয় হইতেছে।" "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ২১শে মে ১৮৯৩

৪৩ ঐ

৪৪ ঐ

৪৫ শিশিরকুমার বসাক, পূর্বোক্ত, "দৈনিক আজাদ", ঢাকা ১৭ই অক্টোবর ১৯৬৪

৪৬ "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ১৮ই বৈশাখ ১৩০০ বঙ্গাব্দ।

৪৭ "এখানে ডায়মণ্ড নামে আর একটি থিয়েটার হইয়াছে। বাবু কিশোরীলাল রায় চৌধুরীর অর্থ সাহায্যে কলিকাতার কতিপয় কৃতী অভিনেতা দ্বারা রাজা বাবুর ময়দানের নূতন গৃহে অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে।" "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ২৬শে ডিসেম্বর ১৮৯৭

৪৮ "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ১৪ই আগস্ট ১৮৯৮

৪৯ সত্যেন সেন, 'ঢাকা শহরের নাট্য আন্দোলন', "শহরের ইতিকথা", ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ৬

৫০ তফাজ্জল হোসেন, 'সেকালের ঢাকায় নাট্যাভিনয়', "থিয়েটার", রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, ৩য় বর্ষ: ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১১৭

৫১ শিশিরকুমার বসাক, পূর্বোক্ত।

৫২ সত্যেন সেন, 'ঢাকা শহরের নাট্য আন্দোলন', "শহরের ইতিকথা" পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

৫৩ ঐ

৫৪ ঐ

৫৫ আবুল ফজল, "রেখাচিত্র", নাছিমবানু, চটগ্রাম, ১৯৬৫, পৃ. ১০৯-১১

৫৬ "শহরের ইতিকথা", পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৫৭ "শহরের ইতিকথা", পূর্বোক্ত, পৃ. ১২, ১৩

৫৮ "শহরের ইতিকথা", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮-১৯

৫৯ ঐ

৬০ ঐ

৬১ ঐ

৬২ ঐ, পৃ. ৪০

৬৩ ঐ, পৃ. ৪৫

৬৪ ঐ

৬৫ ঐ, পৃ. ৩২-৩৩

৬৬ ঐ, পৃ. ৩৭

৬৭ "শহরের ইতিকথা", পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

৬৮ ঐ, পৃ. ৩৯-৪০

৬৯ ঐ, পৃ. ৪৪-৪৫

৭০ ঐ, পৃ. ৪০

৭১ ঐ, পৃ. ৪৬

৭২ ঐ, পৃ. ৪৯

৭৩ আবুল ফজল, "রেখাচিত্র", পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

৭৪ বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস', "সলিমুল্লাহ হল সুবর্ণ-জয়ন্তী", ১৯৮০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ৯

৭৫ মোহাম্মদ আবু জাফর, 'একালের শহীদুল্লাহ্ হল: সেকালের ঢাকা হল,' "শতদল", হীরক জয়ন্তী সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৫৭

৭৬ সাক্ষাৎকার-এ. জেড. খান, পরিচালক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র: শিক্ষক কেন্দ্র, তারিখ ২২-৪-১৯৮১

৭৭ সাক্ষাৎকার---এ. জেড. খান, পরিচালক, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তারিখ ২২শে এপ্রিল ১৯৮১। এ. জেড. খান ১৯৪৩ সালে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। পরবর্তী বছরে তিনি হল ইউনিয়নের সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। এ-সময় জনাব খান মধুসূদন নাটকে মধুসূদন চরিত্রে অভিনয় করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি সংযুক্ত ছিলেন।

৭৮ "The annual Performance of the Dramatic Association took place immediately before the Puja holidays. Two performances were given and they were greatly appreciated and well attended. Mr. S. N. Ghosh, the Vice-President, took a very active part in producing the play." Dacca University Annual Report---1923-24, Appendix-F, p. 658

৭৯ মন্মথ রায়, "ধাত্রীমাতা" (স্মরণিকা), "বাসন্তিকা", হীরক-জয়ন্তী সংখ্যা, জগন্নাথ হল---১৯২১-৮১, নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৯ই মে ১৯৮১, পৃ. ৫৯। এবং "JAGANNATH HALL DRAMATIC UNION : The dramatic section of the Hall Union retained its well-

earned reputation. In addition to the annual dramatic representation, Variety performances were also given. The piece chosen for the annual show was Bankim Chandra's, 'Chandrasekher', which was interpretce with remarkable talent and a wealth of scenic display, not very usual at student's functions. A notable feature of the year's performance was the very successful staging of a play by Mr. Manmatha Roy, a student of the Hall, whose work received well deserved praise. Mr. Jogendra Nath Sen B. A., was the Secretary of the Dramatic Committee." Dacca University Annual Report—1923-24, Appendix—F, p. 661

৮০ "Under the able guidence of Mr. Surendra Nath Ghosh the dramatic performance was a great success and all who participated are to be congratulated upon the performance and the arrangements", Dacca University Annual Reports—1924-25, Appendix—G, p. 694

৮১ "Dacca University Annual Reports 1924-25, Appendix—G, pp. 698-99

৮২ 'একালের শহীদুল্লাহ্ হল: সেকালের ঢাকা হল', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮–৫৯

৮৩ বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'জগন্নাথ হল—পঞ্চাশ বছর আগে', "বাসন্তিকা", হীরক জয়ন্তী সংখ্যা, জগন্নাথ হল ১৯২১–৮১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮–৮২

৮৪ "সোনার বাংলা", ঢাকা, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৩৩

৮৫ "সোনার বাংলা", ঢাকা, ২০শে জানুয়ারী ১৯৩৪

৮৬ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, 'মানসলোকের অগমপারে', "বাসন্তিকা", পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

৮৭ সাক্ষাৎকার: এ. জেড. খান, পরিচালক, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, তারিখ ২২শে এপ্রিল ১৯৮১

৮৮ "হলের বার্ষিক নাট্যাভিনয়ও খুব জমজমাট হত। আমাদের সময়ে উচ্চমানের অভিনয় নৈপুণ্য দ্বারা যারা প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিল তাদের মধ্যে ছিলো হাবীবুল হক (বাবু ভাই) এবং নাজির আহমেদ। শরৎচন্দ্রের 'দত্তার' নাট্যরূপ 'বিজয়া'তে নবীনের ভূমিকায় হাবীবুল হক এবং "নার্সিং হোম" নাটকে ড. বোসের ভূমিকায় নাজির

আহমদের অভিনয়ের স্মৃতি আজো আমার মনে অম্লান হয়ে আছে। একবার বিধায়ক ভট্টাচার্যের "মাটির ঘর" নাটকে আমি একটি নাতিগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম।" কবীর চৌধুরী, 'স্মৃতির সলিমুল্লাহ হল', "সলিমুল্লাহ হল সুবর্ণ জয়ন্তী—১৯৮০," পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

৮৯ সাক্ষাৎকার ; এ. জেড. খান, পূর্বোক্ত।

৯০ ঐ

৯১ "সোনার বাংলা", ঢাকা, ২০শে জানুয়ারী ১৯৩৪

৯২ "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ১৮ই মার্চ, ১৯০০

৯৩ দ্রষ্টব্য : গ্রাম—বানীয়ারা, ডাক—জয়মণ্ডপ, ভায়া—মানিকগঞ্জ, ঢাকা থেকে প্রেরিত শ্রী কেশবচন্দ্রের পত্র, "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ১৮ই মার্চ ১৯০০

৯৪ "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ২৯শে এপ্রিল ১৯০০

৯৫ এম. আর. বাদল, 'নারায়ণগঞ্জের সাংস্কৃতিক গতিধারা', "সংবাদ", ঢাকা, ১৭ই জুলাই ১৯৬৯

৯৬ "শহরের ইতিকথা", পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

৯৭ "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ১৮ই মে ১৮৭৩

৯৮ "অমৃতবাজার পত্রিকা", কলিকাতা, ২২শে মে ১৮৭৩। উদ্ধৃত : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯

৯৯ 'অমৃতলাল বসুর স্মৃতিচারণা', "বিপিনবিহারী গুপ্ত, ২য় পর্যায়" পৃ. ১২৮–২৯, উদ্ধৃত : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯

১০০ 'অমৃতলাল বসুর স্মৃতিচারণা', 'বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ' ২য় সং, ১৩৭৩, পৃ. ২৪৩। উদ্ধৃত : মুনতাসীর মামুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

১০১ "···মঙ্গলবার রাত্রিতে ন্যাশনেল থিয়েটার কর্তৃক পুনরায় 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনীত হয়। ···গত শুক্রবার রাত্রিতে ন্যাশনেল থিয়েটারের নয়শো রূপেয়া নাটকের অভিনয় এবং রণক্ষেত্রে মাধবাচার্য্য মহম্মদ ঘোরি ও যবন সৈন্যগণ এবং পরিনগর প্রদর্শন হইয়াছে। সাধারণরূপে অভিনয় মন্দ হয় নাই।", "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ১লা জুন ১৮৭৩

১০২ "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ১২ই মার্চ ১৮৭৬

১০৩ "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ১০ই আগস্ট ১৮৭৯

১০৪ "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ২১শে আগস্ট ১৮৮৭

১০৫ "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ২৫শে মার্চ ১৮৮৮

১০৬ শিশিরকুমার বসাক, পূর্বোক্ত, "দৈনিক আজাদ", ঢাকা, ৭ই নভেম্বর ১৯৬৪

১০৭ ঐ

১০৮ শিশিরকুমার বসাক, পূর্বোক্ত, "দৈনিক আজাদ", ঢাকা, ৭ই নভেম্বর ১৯৬৪

১০৯ ঐ

১১০ ঐ

১১১ ঐ

১১২ ঐ

১১৩ সৈয়দ মুর্তাজা আলী, 'উনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকায় নাট্য আন্দোলন', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

১১৪ ঐ

১১৫ শিশিরকুমার বসাক, পূর্বোক্ত।

১১৬ ঐ

১১৭ ঐ

১১৮ সৈয়দ মুর্তাজা আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

১১৯ দ্রষ্টব্য : শ. ম. শওকত আলী, "কুষ্টিয়ার ইতিহাস", কুষ্টিয়া, নভেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ২৮১

১২০ মুনতাসীর মামুন, "বাংলাদেশের থিয়েটারের উদ্ভব ও বিকাশ", (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি)

১২১ সাক্ষাৎকার : কল্যাণ মিত্র (নাট্যকার), তারিখ : ১২-৫-১৯৭৯

১২২ ঐ

১২৩ "কুষ্টিয়ার ইতিহাস", পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮২

১২৪ "তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ব্রাডলী বার্ড জাতে ছিলেন বৃটিশ। ভীষণ নাটুকে পাগল।...নিজস্ব ভবন তৈরীর ব্যাপারে তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেছেন, এমন কি নিজ হাতে ইট বয়েছেন। ...'খুলনা থিয়েটার' যুগে ষ্টেজ ছিল কিন্তু বসবার সেখানে কোন ব্যবস্থা ছিল না। অনুষ্ঠান হলে সামিয়ানা টাঙিয়ে প্যাণ্ডেল করা হতো।" ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংস্কৃতি অঙ্গনের কথা', "সাপ্তাহিক বিচিত্রা", ৫ম বর্ষ : ১৯ সংখ্যা, ৮ অক্টোবর ১৯৭৬, পৃ. ৪৩

১২৫ ঐ

১২৬ "সংস্কৃতি অঙ্গনের কথা", পূর্বোক্ত।

১২৭ "৭ই পৌষ বৃহস্পতিবার শ্রী যুত বাবু গোবিন্দকুমার চৌধুরী মহাশয়ের প্রাসাদে (একেই কি বলে সভ্যতা) নাটকের অভিনয় হইয়াছিল।

শেরপুরে নাট্যাভিনয়ও চলিতে লাগিল।'' 'বিদ্যোন্নতি সাধিনী', পৌষ ১২৭২, উদ্ধৃত : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪

১২৮ "গালাতে আমাদের পুরোহিত বংশের শ্রীযুত সুরেন ঠাকুর কলকাতার বিখ্যাত শ্যামদাস কবিরাজের ছাত্র ছিলেন। ছুটিতে গালাতে এসে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় করার জন্য মেতে উঠলেন। আমার কাকা ছিলেন তাঁর প্রাণের বন্ধু। ঠিক হল অভিনয় রাত্রে আমাকে শিশু ধ্রুব সাজানো হবে। প্রায় সত্তর বছর আগে গালার মত একটা ক্ষুদ্র গ্রামে বাঁশ আর তক্তা দিয়ে মঞ্চ বেঁধে থিয়েটার হতে যাচ্ছে, না যাত্রা নয়—একটা সম্পূর্ণ নতুন জিনিস থিয়েটার।" মন্মথ রায়, 'ধাত্রীমাতা', "বাসন্তিকা", হীরক জয়ন্তী সংখ্যা, জগন্নাথ হল, নরেন বিশ্বাস সম্পাদিত, ঢাকা, ৯ই মে ১৯৮১, পৃ. ৫৬

১২৯ জাতীয় নাট্যোৎসব—১৯৭৯-৮০, মুজিবর রহমান খান সম্পাদিত (পুস্তিকা), শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৪২

১৩০ আ. ন. ম. গোলাম মোস্তফা, 'দিনাজপুরের নাট্যান্দোলন এবং নাট্য-শিল্পী', "দৈনিক আজাদ", ঢাকা, ১৪ই আগস্ট ১৯৬৭

১৩১ ঐ

১৩২ আ. ন. ম. গোলাম মোস্তফা, 'দিনাজপুরের নাট্যান্দোলন এবং নাট্যশিল্পী,' পূর্বোক্ত।

১৩৩ জাতীয় নাট্যোৎসব ১৯৭৯-৮০,—মুজিবর রহমান খান সম্পাদিত, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৪৬

১৩৪ ঐ

১৩৫ সাক্ষাৎকার : শ্রী কুন্তলকৃষ্ণ মজুমদার। প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রী মজুমদার ছিলেন পেশায় আইনজীবী। সাক্ষাৎকার গ্রহণ ৫-১০-১৯৮১

১৩৬ ঐ

১৩৭ ঐ

১৩৮ দুর্গেশ পত্রনবিশ, 'নেত্রকোণায় নাট্য-চর্চা', "থিয়েটার", ৯ম বর্ষ : ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৮২, রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, পৃ. ১৩৮। নিবন্ধটি 'সৃজনী' সাহিত্য পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৩৯ ঐ, পৃ. ১৩৯

১৪০ ঐ

১৪১ সুধীর দাস, "ময়মনসিংহের নাট্য পরিক্রমা", পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৪

১৪২ ঐ

১৪৩ দুর্গেশ পত্রনবিশ, "নেত্রকোণায় নাট্য-চর্চা", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০-৪১

১৪৪ ঐ, পৃ. ১৪১

১৪৫ ঐ, পৃ. ১৪৩

১৪৬ ঐ, পৃ. ১৪৩

১৪৭ মুনতাসীর মামুন, 'বাংলাদেশের থিয়েটারের উদ্ভব ও বিকাশ", (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি)।

১৪৮ 'জাতীয় নাট্যোৎসব—১৯৭৯-৮০', মুজিবর রহমান খান সম্পাদিত শিল্পকল. একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৪৩ দ্রষ্টব্য।

১৪৯ দিলীপ চক্রবর্ত্তী, 'ফরিদপুরের সাংস্কৃতিক গতিধারা', "দৈনিক সংবাদ", ঢাকা, ১৬ই অক্টোবর ১৯৬৯

১৫০ ঐ

১৫১ বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : **"Bangladesh Distriot Gazetters Faridpur", General Editor-NuruI Islam khan, Dacca, 1977, pp.** 358-60

১৫২ "...১৮৫৬-৫৭ সালে বরিশালে প্রথম 'স্বর্ণ-শৃংখল' নামীয় এক খানি নাটক অভিনীত হয়। বরিশালের সরকারী ডাক্তার দুর্গাদাস বাবু নাটকটি রচনা করেন। নাটকটি অবশ্য পাণ্ডুলিপিতেই থাকে। ১৮৬৩ সালে ডা. দুর্গাদাস বাবুর সহকারী ডা. বৃন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রথম ইহা মুদ্রিত করেন..."। ভূপেষ ঘোষ, 'ঢাকায় প্রথম নাট্যাভিনয়', "দৈনিক আজাদ", ঢাকা, ২০ শে এপ্রিল ১৯৬৭

১৫৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস", পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

১৫৪ "ঢাকা প্রকাশ", ঢাকা, ৮ই আগস্ট ১৮৬৯

১৫৫ "...মাত্র ষোল বছরের মধ্যে ১৮৬৯ সালের জুলাই মাসে বরিশালে ডা. দুর্গাদাস কর রচিত (রচনাকাল ১৮৬৩) 'স্বর্ণ-শৃংখল' নাটক মঞ্চস্থ হয়।" নিখিল সেন, 'নাট্যাঙ্গনে বরিশাল', "দুই শতাব্দী", বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরী, বরিশাল, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ নেই।

১৫৬ নিখিল সেন, 'নাট্যাঙ্গনে বরিশাল', "দুই শতাব্দী", পূর্বোক্ত।

১৫৭ নিখিল সেন, 'নাট্যাঙ্গনে বরিশাল' নিবন্ধে 'মিলন নাট্য সংঘের' প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৪২ সনের শেষভাগ বলে উল্লেখ করেছেন।

১৫৮ "জাতীয় নাট্যোৎসব—১৯৭৯-৮০", মুজিবর রহমান খান সম্পাদিত, ঢাকা, শিল্পকলা একাডেমী, পৃ. ১৩৯

১৫৯ ১৯৪৫ সালে নিখিলবঙ্গ কমিউনিষ্ট পার্টির (বরিশাল শাখা) উদ্যোগে ও আমন্ত্রণে কলকাতার 'গণনাট্য সম্প্রদায়' বরিশাল শহরে পর পর

দু'দিন বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। একই সালে 'দিপালী' হলে নটসূর্য নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী ও তাঁর সম্প্রদায় দু'দিন ব্যাপী 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'চরিত্রহীন' মঞ্চস্থ করে। দ্র. নিখিল সেন, 'নাট্যাঙ্গনে বরিশাল', পূর্বোক্ত।

১৬০ তাজমিলুর রহমান, 'বগুড়ার নাট্য আন্দোলন', ''তির্যক'', রবিউল আলম সম্পাদিত, ২য় বর্ষ : ২য় সংখ্যা, চট্টগ্রাম, সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ৯৯

১৬১ শ্যামল ভট্টাচার্য, 'বগুড়ার সাংস্কৃতিক জীবন', ''বিচিত্রা'', ৪র্থ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা, ঢাকা ৩০শে মে ১৯৭৫, পৃ. ৩২

১৬২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০

১৬৩ তাজমিলুর রহমান, 'বগুড়ার নাট্য আন্দোলন', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১

১৬৪ ''জাতীয় নাট্যোৎসব—১৯৭৯-৮০'', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫

১৬৫ সুধীর দাস, ''ময়মনসিংহের নাট্য পরিক্রমা'', ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সম্পাদনা পরিষদ, ময়মনসিংহ, মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ৩৪৯

১৬৬ ঐ

১৬৭ ঐ

১৬৮ ঐ

১৬৯ ঐ

১৭০ ঐ, পৃ. ৩৫৬

১৭১ ঐ, পৃ. ৩৫৭

১৭২ ঐ, পৃ. ৩৫৮

১৭৩ ''বাংলা ১৩৫২ সনে আটআনি রাজষ্টেটের স্বনাম ধন্য রাজা জগৎ কিশোর আচার্য চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র কুমার ভূপেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর উৎসাহ ও চেষ্টায় এ-বাড়ীতে স্থাপিত হয় 'ভূপেন্দ্র রঙ্গপীঠ' নামে স্থায়ী ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ। ···আলোক শিল্পী, মঞ্চ শিল্পী ও পরিচালক শ্রী সতু সেন নিজে উপস্থিত থেকে এ-মঞ্চের যাবতীয় কাজ সুসম্পন্ন করেছিলেন। মঞ্চটিকে দৃশ্যপট ও অন্যান্য সরঞ্জামে সজ্জিত করার খরচ হয়েছিল পঁচিশ হাজার টাকা। আর সতু সেন পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন পাঁচ হাজার টাকা। এ-মঞ্চটির দু'ধরনের দৃশ্যপট ছিল। স্থির মঞ্চের জন্য 'ফ্লাট' এবং ঘূর্ণায়মান মঞ্চের জন্য 'সেট'। সুধীর দাস, ''ময়মনসিংহের নাট্য পরিক্রমা'', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৮-৫৯

১৭৪ ঐ, পৃ. ৩৬১

১৭৫ ঐ, পৃ. ৩৬২

১৭৬ ঐ, পৃ. ৩৬২

১৭৭ ঐ, পৃ. ৩৬৩

১৭৮ ঐ, পৃ. ৩৬৬

১৭৯ "কিয়দ্দিবস অতীত হইল জিলা যশোহরের অন্তর্গত রাঁড়ুলি গ্রাম নিবাসি শ্রীযুক্তবাবু হরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় এবং অন্যান্য কতিপয় মহোদয়গণের প্রযত্নে প্রাক্তন রাঁড়ুলি পল্লীতে গবর্নমেণ্ট সাহায্যকৃত একটি স্বদেশীয় ভাষার বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়।... বর্ত্তমান পৌষ মাসীয় অষ্টাদশ দিবসে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা শকুন্তলা নামক নাটকের যে অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে, তাঁহারা সংপূর্ণ সিদ্ধকামও হইয়াছেন... । যখন রঙ্গভূমিতে উপনীত হইয়া তাঁহারদিগের বাক্‌কৌশলের চাতুর্য্য শ্রবণ, অভিনয়ের প্রণালী, নাট্যশালার শোভা, অবলোকন করিলাম, তখন জানিলাম ছাত্ররা এই মহৎ কার্য্যে কৃতিকুশল হইলেন। ...এতৎকার্য্য সুনিয়মে সম্পন্ন করণার্থ অত্রস্ত সুবিজ্ঞ, অভিজ্ঞ শ্রীযুত বাবু মতিলাল রায় ও বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুত মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ মহাশয়েরা বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, ফলতঃ উপস্থিত বিষয়ে তাঁহারদিগের পরিশ্রম ও উৎসাহদানে সংপূর্ণ সফল হইয়াছে বলিতে হইবে।" "সংবাদ প্রভাকর", কলিকাতা, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৮৫৮। উদ্ধৃত : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস", পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

১৮০ দ্রষ্টব্য : জাতীয় নাট্যোৎসব—১৯৭৯-৮০, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯

১৮১ "...তখন ১৯২৯ সাল। ঝিনাইদহে 'করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব' নামে একটি স্থায়ী নাট্য সংস্থা ছিল। প্রতি বৎসর কমপক্ষে এই সংস্থা চারটি করে নাটক স্থানীয় থিয়েটার হল রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ করতো। গত ১৯২৯ সালের প্রথম ভাগে অর্থাৎ ভোলাবাবুর তেইশ বছর বয়সে সর্ব প্রথম উক্ত নাট্যমঞ্চে ডি. এল. রায় রচিত 'শাজাহান' নাটকে সোলায়মানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।" ঝিনাইদহ নিজস্ব সংবাদদাতা, 'ঝিনাইদহের সাংস্কৃতিক গতিধারা : প্রবীণ নাট্যশিল্পী 'ভোলাবাবু', "দৈনিক সংবাদ", ঢাকা, ৬ই আগস্ট ১৯৭০

১৮২ মাসুদ আহমদ, 'বিস্মৃতপ্রায় রংপুর নাট্য সমাজ', "দৈনিক সংবাদ", ঢাকা, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

১৮৩ জাতীয় নাট্যোৎসব—১৯৭৯-৮০, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২

১৮৪ "...১৯১৬ সনের জানুয়ারী মাসে 'শাজাহান' নাটক দিয়ে শুরু হয় বর্তমান মঞ্চের যাত্রা। শাজাহান নাটকের প্রথম রজনীতে অভিনয় করেন শাজাহানের ভূমিকায় কৈলাশ গুপ্ত, আওরঙ্গজেবের ভূমিকায় ডা. বসন্ত ভৌমিক, জোহরার ভূমিকায় মনিষ রায়, জাহানারার ভূমিকায় হেম ভট্টাচার্য, দিলদারের ভূমিকায় সতীশ মজুমদার এবং জিহন খাঁর ভূমিকায় ঈশান কর্মকার।" মাসুদ আহমদ,

'বিস্মৃত প্রায় রংপুর নাট্য সমাজ', ''দৈনিক সংবাদ'', ঢাকা, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ ; এবং

''···রংপুর নাট্য সমাজের বর্তমান নাট্য মঞ্চটি ১৯১৩ সালে নির্মিত হয়। এই নাট্যমঞ্চে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক সবরকম নাটকাভিনয়ের উপযোগী সাজ-পোষাক ও সরঞ্জামাদি কলকাতা থেকে ফরমায়েশী অর্ডার দিয়ে আনা হয়েছিল। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া প্রতি সপ্তাহের শনিবার ছিল নাট্যসমাজ রঙ্গমঞ্চে নাটকাভিনয়ের দিন।···রংপুর নাট্যসমাজের নব নির্মিত থিয়েটার হলে নাট্যাভিনয় শুরু হলো দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'শাজাহান' নাটক দিয়ে।'' মোতাহার হোসেন সুফী, 'রংপুরের নাট্যাঙ্গন : অতীত ও বর্তমান', ''থিয়েটার'', রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, ৬ষ্ঠ বর্ষ : ২য় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ৮০

১৮৫ মাসুদ আহমদ, পূর্বোক্ত।

১৮৬ ''দত্তা দেখে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত খুশী হয়ে এর নাট্যরূপ-দাতা প্রবোধ মুখার্জী ও নায়িকা ললিতা প্রামাণিককে আশীর্বাদ করলেন। পরদিন নেতাজী 'দত্তা' ও রংপুরের অভিনেতাদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, "As a class they are different you cannot get it at Calcutta." মাসুদ আহমদ, 'বিস্মৃতপ্রায় রংপুর নাট্য সমাজ', ''দৈনিক সংবাদ'', ঢাকা, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

১৮৭ মোতাহর হোসেন সুফী, 'রঙ্গপুরের নাট্যাঙ্গন : অতীত ও বর্তমান', ''থিয়েটার'', রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, ৬ষ্ঠ বর্ষ : ২য় সংখ্যা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ৯৩

১৮৮ ঐ

১৮৯ ''···১৮৯৬ সালে ডোমার থানার অন্তর্গত বাগডোমারা থেকে নীলফামারীতে মহকুমা শহর গড়ে তোলা হয়। ঐ বছরেই নীলফামারী হাসপাতালের খোলামেলা প্রাঙ্গণে মঞ্চ তৈরী করে নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। সাধারণত প্রতি মাসে একটি অথবা দু'টি নাটক মঞ্চস্থ হতো।'' মোতাহার হোসেন সুফী, 'রংপুরের নাট্যাঙ্গন : অতীত ও বর্তমান', পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬

১৯০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬–৯৭

১৯১ 'জাতীয় নাট্যোৎসব—১৯৭৯-৮০' পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩

১৯২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

১৯৩ 'রংপুরের নাট্যাঙ্গন : অতীত ও বর্তমান', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০

১৯৪ ''···কাশিম বাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর কাছারী ভিতর বন্দ ও উলিপুর। ইংরেজ আমলে ভিতরবন্দ ও উলিপুর জমিদারদের

রঙ্গমঞ্চ ছিল। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত এই দুটি স্থানে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে।'' মোতাহার হোসেন সুফী, 'রংপুরের নাট্যাঙ্গন : অতীত ও বর্তমান', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১-০২

১৯৫ ''ঢাকা যাইবার প্রস্তাব হইল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়ায় কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম। ...ঢাকায় মাস খানেক থাকিয়া হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কিছুদিন পরে অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রমুখ এই দলের কয়েকজন অভিনেতা 'ন্যাশনাল থিয়েটারের' সহিত মিলিত হইয়া একবার অভিনয় করেন। উপলক্ষ্য—দীঘাপাতিয়ার রাজকুমার প্রমদানাথ রায়ের অন্নপ্রাশন।'' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮-১৯

১৯৬ ''বঙ্গ রঙ্গ-ভূমির জন্ম লাভের অব্যবহিত পরে দীঘাপাতিয়ার বর্তমান রাজা বাহাদুরের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কলিকাতা হইতে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামক নাট্য সম্প্রদায় রাজশাহীতে অভিনয় করিতে আসিয়াছিলেন। ...'নবীন তপস্বিনী'তে জলধরের এবং 'কৃষ্ণকুমারীতে' ধনদাসের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধেন্দুশেখর যে সকল অভিনয়-কৌশলের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা এ কালের পক্ষে দিন দিন দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে।'' অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, 'অর্দ্ধেন্দুশেখর', ''সচিত্র শিশির'', ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১। উদ্ধৃত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

১৯৭ ''আমরা দিঘাপাতিয়ায় ৪ রাত্রি অভিনয় করিয়া ঘোর বর্ষায় রামপুর বোয়ালিয়া আসিয়া ডুরিচাঁদ কাওারামলের মুনীব গোমস্তা দেবী দাস বাবুর কুঠিতে (যেখানে Peoples Association ছিল) কয়েক-দিন অভিনয় করি। আমরা বহরমপুর অভিনয় করি।'' 'অর্দ্ধেন্দু-শেখরের অপ্রকাশিত বিবৃতি', উদ্ধৃত : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

১৯৮ ''পরের স্তরে, শহরে ছিলেন বিভিন্ন পেশার লোক এবং ব্যবসায়ী। এরা তখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছেন, সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে চাইছেন। এছাড়া এক ধরনের নৈতিকতবোধের দরুন বাঈজী পালনের বদলে তারা থিয়েটার বেছে নিয়েছিলেন। এবং এ কারণেই বিভিন্ন পেশার আঁতাত সম্ভব হয়েছিল, সম্প্রদায়গত মনোভাবও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। শ্রেণীগত কারণেই এটা সম্ভবত হয়েছিল।'' ড্র. মুনতাসীর মামুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

১৯৯ উদ্ধৃত, সত্যেন সেন, 'ঢাকা শহরের নাট্য আন্দোলন', ''শহরের ইতিকথা'', ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ২৯